দ্বাদশ অধ্যায়।

কানপুর।

পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত স্থান এবং খ্যাতিমান্ লোক শুদ্ধ কেবল ঘটনার সংযোগেই খ্যাতি লাভ করে। ঘটনার সংযোগেই চিরস্মরণীয় হইয়া পড়ে। এসংসারে কয়জন লোক সদ্‌গুণ এবং সাধুতার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন? কয়টী নগর কিম্বা জনপদ আপন বক্ষে সাধু, মহাত্মা এবং জ্ঞানীদিগকে ধারণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে? সিপাহীবিদ্রোহের সময় হইতে কানপুর একেবারে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; সমগ্র ভারতবাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকই কানপুরের নাম শুনিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বে গঙ্গানদীর দক্ষিণ পার্শ্বে কাণাইপুর নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারেই এই স্থানটীর নাম কাণাইপুর হইল। কিন্তু মুসলমানদিগের আমলে বোধ হয় স্বতন্ত্র ভাষার প্রবর্ত্তননিবন্ধন কাণাইপুর কানপুর বলিয়া উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইংরেজদিগের রাজ্যলাভ হইবার পূর্ব্বে কানপুর অযোধ্যার নবাবের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অযোধ্যার নবাবের অনুমতি অনুসারে ইংরাজেরা কানপুরে তাঁহাদিগের আউড কন্টিঞ্জেণ্ট সৈন্য রাখিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুকৌশলী গবর্ণরজেনেরল মারকুইস অব ওয়েলেস্‌লি অথবা লর্ড মর্ণিংটন কলে কৌশলে অযোধ্যার নবাবের যে বৃহৎ রাজ্যখণ্ড হস্তগত করিলেন, কানপুর তাহারই মধ্যে পড়িল। তদবধি কানপুর ইংরেজ রাজ্যের "প্রদত্ত অথবা দান প্রাপ্ত" প্রদেশের (Ceded Province) অন্তর্ভুত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেহ কখনও চিন্তাও করেন নাই, স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে নেপোলিয়ানের স্পেইন বিস্ফোটকের ন্যায় (Napolean's Spanish Ulcer) কানপুর এক সময় ইংরেজগবর্ণমেণ্টের বিস্ফোটক স্বরূপ হইয়া উঠিবে। রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা বড় কঠিন নহে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ত এক সময় সমগ্র ভারত গ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য রক্ষা করাই কঠিন কার্য্য। ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশব বলে কিম্বা সুকৌ-

শলে অনায়াসে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া কাহারও রাজ্যপালন·কিম্বা রাজ্যরক্ষা করিবার সাধ্য হয় না।

কানপুর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে পর, নগর কানপুরে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিচার আদালত সংস্থাপিত হইল। এবং প্রাগুক্ত বিচার আদালতের এলেখার অধীন সমুদয় ভূমিখণ্ড কানপুর জেলা নামে অভিহিত হইল।

নগর কানপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ইংরেজেরা বাস করেন। নগরের এই স্থানটী সুদীর্ঘ চূড়াবিশিষ্ট ইংরাজদিগের ভজনালয়, ক্যাণ্টনমেণ্ট নাট্যশালা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ (race ground) সুপরিষ্কৃত প্রশস্ত রাস্তা, এবং উচ্চপদাভিষিক্ত ইংরাজদিগের ইষ্টক নির্ম্মিত সুপরিষ্কৃত বাসগৃহ দ্বারা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে নিশ্চয়ই মনে হয় ভারতে ধন রত্নের অভাব নাই ; ভারতে দুঃখ দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই। ভারতবাসিগণ সর্ব্বদাই সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতেছেন।

কিন্তু পাঠক একবার সহরের স্থানান্তরে গমন কর। ইংরাজ আবাস (English quarter) পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার দেশীয়লোকের আবাসপল্লীতে (native quarter) চল। সেখানে কি দেখিবে ? অসংখ্য মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহ। কোন গৃহে ছাদ নাই। কোন গৃহের চাল নাই। কোন গৃহের সেই কাঁচা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই স্থানের রাস্তা পথ অতি সংকীর্ণ। সে রাস্তা দ্বারা দুইজন লোকের একত্রে পাশাপাশি হইয়া চলিবার সাধ্য নাই। এক একখানি ঘরের ভিতরে একটীমাত্র প্রকোষ্ঠ, ঐ প্রকোষ্ঠের একদিকে দীন দুঃখী গৃহস্থ আপন স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ শয়ন করে। অপরদিকে তাহার গো-মেষ সকল রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহস্থদিগের গো-মেষ রাখিবার নিমিত্ত বাসগৃহের সংলগ্ন এক এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। কিন্তু সকলের বাড়ীই দুর্গন্ধময় এবং ময়লা পরিপূর্ণ। সেখানে লোকের দাঁড়াইবার সাধ্য নাই।

সহরের এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান দর্শন করিলে বোধ হয়, সহরের এক দিকে স্বর্গ অপরদিকে নরক। পুণ্যাত্মা দেবতাগণ স্বীয় পুণ্যফলে একদিকে বাস করিয়া স্বর্গসুখভোগ করিতেছেন, অপরদিকে চিরপাপী এ জীবনে অনন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। কিন্তু এই অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কাহারও চিরস্বর্গসুখ ভোগ করিবার সাধ্য নাই। এ সংসারে আজ রাজসিংহাসন—কাল বৃক্ষতল আশ্রয় !

১৮৫৭ সনের জুনমাসে কানপুরের ইংরেজঅধিবাসিগণও মিরাটস্থ বিদ্রোহী-দিগের দিল্লী আক্রমণের কথা শুনিয়া প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত সশঙ্কিত হইলেন। কানপুরে অন্যূন তিন সহস্র সিপাহী রহিয়াছে। এখানে সৈনিক এবং দেওয়ানি বিভাগের ইংরেজকর্ম্মচারির সংখ্যাও প্রায় দুই তিন শত হইবে। ইংরেজ সেনাপতি সার হিউ হুইলার সৈনিকবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ। সার হিউ হুইলার পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিতেছেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী ভারত মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের স্বভাব প্রকৃতি কিছুই ইঁহার অবিদিত নাই। সুতরাং গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং সার হিউ হুইলারের বিজ্ঞতা, সদ্বিবেচনা এবং কার্য্য-দক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া কানপুর সম্বন্ধে অপাততঃ নিশ্চিন্ত রহিলেন।

কিন্তু জগতের বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হয় যে,বিশ্বসংসার একটী অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত শক্তিদ্বারা পরিশাসিত হইতেছে। এই অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত শক্তির কার্য্য কাহারও রহিত করিবার সাধ্য নাই। মানুষের দূরদর্শিতা, বিজ্ঞতা, সদ্বিবেচনা, কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং প্রখর বুদ্ধি সর্ব্বদাই এই অখণ্ডনীয় মহাশক্তির নিকট পরাভূত হইতেছে। দূরদর্শী সেনাপতি হিউ হুইলার কানপুরের বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কানপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ অনুভূত হইবামাত্র সেনাপতি হুইলার আত্মরক্ষার্থ স্ত্রী পুরুষ সমুদয় ইংরেজঅধি-বাসীদিগকে একত্রিত করিলেন। সৈন্যদিগের পূর্ব্বতন বাসস্থান ব্যারাকে যাইয়া সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; ব্যারাকের চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকা খনন-পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিক মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিলেন। এদিকে মালখানা রক্ষার ভার বিঠুরের নানাসাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। নানার নিজের সৈন্যগণ মালখানা রক্ষণে নিযুক্ত হইল। নানাসাহেব এখন পর্য্যন্তও ইংরাজদিগের প্রতি বন্ধুতার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং নানার উপর এ পর্য্যন্ত কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

৪ঠা জুন সিপাহিগণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ তাঁহারা মালখানা লুট করিল। নানা সাহেবের নিয়োজিত রক্ষকগণ বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে মালখানা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল না। মালখানা লুট করিয়া বিদ্রোহীগণ দিল্লী অভিমুখে চলিল। কিন্তু নানাসাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী এবং আমমোক্তার আজিমউল্লা বিদ্রোহীদিগকে আবার কানপুর

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীগণ আজিমউল্লার অনুরোধে কানপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ~~করিতে অনুরোধ~~ করিয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজেরা এখন ব্যারাকের চতুঃপার্শ্বে মৃত্তিকার প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষার্থ সিপাহীদিগের আক্রমণ প্রাণপণে অবরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজপুরুষদিগের সংখ্যা তিন চারি শতের অধিক ছিল না। দুই তিন হাজার সিপাহীর আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগের আত্ম রক্ষার আর উপায় নাই। সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দিন দিন দশ পনেরটী ইংরেজ ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন এদিকে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন অবশিষ্ট ইংরেজ ও ইংরেজরমণীদিগের কষ্টের আর সীমা রহিল না।

সিপাহীবিদ্রোহ উপলক্ষে কানপুর হত্যার আমূল বিবরণ এই উপন্যাসে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিলেই তৎসমুদয় বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সূক্ষ্মদর্শী ইংরেজইতিহাসলেখকগণ বিবিধ ঘটনা সম্বন্ধে নানা প্রকার অপরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় প্রখরতা-ও বিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক সেনাপতি সার হিউ হুইলারকে অদূরদর্শী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সেনাপতি হুইলার আত্মরক্ষার্থ ব্যারাকের চতুঃপার্শ্বের ভূমি গড়বন্দি না করিয়া, কেণ্টনমেণ্টের মধ্যে ম্যাগাজিনের নিকটস্থিত ভূমিখণ্ড গড়বন্দি করিলে আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইত। আবার কেহ কেহ হিউ হুইলারের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক বলিতেছেন, ব্যারাকের চতুঃপার্শ্বস্থিত ভূমি গড়বন্দি করিবার সময় সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয় নাই। তখন তাহারা কেণ্টনমেণ্টে ছিল। সেই সময় কেণ্টনমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, ম্যাগাজিনের চতুঃপার্শ্বের ভূমি গড়বন্দি করিতে আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইত। সুতরাং ঈদৃশ আশঙ্কা করিয়াই সেনাপতি হুইলার ব্যারাকের চতুঃপার্শ্বস্থিত ভূমি গড়বন্দি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত প্রখরবুদ্ধি ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকগণ প্রায়ই বিজ্ঞানচক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা সকল দর্শন এবং পর্য্যালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন কানপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে সেনাপতি সার হিউ হুইলারের কোন প্রকার অবিবেচনা এবং অদূরদর্শিতা পরিলক্ষিত হয় না। সেনাপতি হিউ হুইলার অন্যূন সাতান্ন বৎসর ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে কালীঘাটের কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আচার, ব্যব-

হার, রীতি, নীতি, শাস্ত্র কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ভারতবাসী-দিগের জামাতা। সেই জন্যই তিনি মনে করিয়াছেন যে, ভারতবাসীগণ তাঁহার পুত্র সন্তান হইতে পিণ্ড প্রত্যাশা করেন, সুতরাং তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্র-গণকে ভারতবাসীরা কখনও হত্যা করিবে না, এবং কানপুরে কখনও বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে না।

কানপুরের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসলেখকগণ ঈদৃশ অপ-রূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে তাঁহারা তান্তিয়া তপির নাম কখনও কানপুর হত্যার সঙ্গে সংযোগ করিতে পারিতেন না। অনেকা-নেক ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক বলেন, সেনাপতি হুইলার আত্মরক্ষার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অবলম্বন না করিয়া, উপায়ান্তর অব-লম্বন করিলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। মহামতি লর্ড ক্যানিংকেও কোন কোন ইতিহাস-লেখক কানপুরের ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ নিন্দা করেন। কিন্তু আমাদিগের স্থূল দৃষ্টিতে যতদুর দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, সেনাপতি হুইলার যে উপায় অবলম্বন করিতেন তাহাই ব্যর্থ হইত। আমরা এইমাত্র বলিয়াছি সংসারের অনেকানেক কার্য্যকলাপ অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতি-হত ঐশ্বরিক নিয়মদ্বারা শাসিত হইতেছে। মানুষের দূরদর্শিতা এবং প্রখর বুদ্ধি সেই ঐশ্বরিক নিয়মের গতিরোধ করিতে পারে না।

৬ই জুন হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত কানপুরবাসী ইংরেজগণ মৃত্তিকা বিনি-র্ম্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত ব্যারাকের মধ্যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগি-লেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ অবিশ্রান্ত গোলা চালাইয়া এই অসহায় ইংরেজ-দিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস করিতে লাগিল। সেনাপতি হিউ হুইলারের পুত্র লেফটেন্যাণ্ট গডফ্রে রিচার্ড হুইলার সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জননী এবং ভগ্নী অশ্রুপূর্ণলোচনে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার আহত অঙ্গ বাঁধিতেছেন। এই সময়ে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের কামানের আর একটী গোলা হঠাৎ গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার গলদেশে পতিত হইবামাত্র তাঁহার মস্তক দেহশূন্য হইয়া পড়িল। এই প্রকারে প্রত্যেক দিবসই দশ পনেরটী ইংরাজপুরুষ ও রমণী সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতে লাগিলেন। এদিকে দুই চারিটী ইংরাজরমণী অন্তঃসত্বাবস্থায় ছিলেন। এই ব্যারাকের মধ্যে তাঁহারা সন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু সেই সদ্যপ্রসূতি-দিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থ সহজে একবিন্দু জল পাইবারও সুবিধা ছিল না। নব

প্রস্তুত কেল্লার মধ্যে একটীমাত্র জলকূপ ছিল। একজন ইংরেজ সর্ব্বদা সেই কূপের নিকটে থাকিয়া জল তুলিতেন। হঠাৎ সিপাহীদিগের গোলা তাহার গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি আপন সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্রের বিষয় কিছুই বলিলেন না; শুদ্ধ কেবল এই কথাটী বলিলেন "অমুক রমণী আমার নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ একটু জল চাহিয়াছেন, তাঁহাকে একটু জল দেও।"

দুরবস্থাপন্ন কানপুরের ইংরেজদিগের মধ্যে যে কয়েকটী লোক এখনও জীবিত আছেন, তাহাদিগের কষ্ট যন্ত্রণা দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেনাপতি সার হিউ হুইলার নানাসাহেবের দয়ার ভিকারী হইয়া তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "রমণীগণসহ আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে কানপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এলাহাবাদে যাইতে অনুমতি করুন।"

নানা হুইলার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে নানা বলিলেন "আমার লোক আপনাদিগকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। আপনাদের ইচ্ছা হয় ত রমণীগণকে এলাহাবাদে রাখিয়া আসিয়া পরে আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। *

২৬ শে জুন নানাসাহেব ইংরেজদিগকে রমণী এবং বালক বালিকাগণ সহ এলাহাবাদ যাইবার অনুমতি করিলেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এই দিবস অপরাহ্নে ইংরেজেরা নবপ্রস্তুত কেল্লার বাহিরে আসিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিলেন। নানাসাহেব ইংরেজদিগের গমনার্থ গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিলেন। এদিকে ২৭শে প্রাতে নানাসাহেবের প্রেরিত হস্তী, পাল্কী, ডুলী আরোহণে ইংরেজগণ গঙ্গার ঘাটে যাইয়া নৌকারোহণ করিবামাত্র ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ তাঁহাদিগের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। নৌকার চালাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। শত শত ইংরেজ পুরুষ ও রমণীর প্রাণ বিনষ্ট হইল। "ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা"—"ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া ইংরেজগণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নানার নিকট হইতে লোক আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে ক্ষান্ত করিল। অনেকানেক ইংরেজ এই ঘটনায় প্রাণ হারাইলেন। অবশিষ্ট

---

* The Evidence of Mrs. Greenway's Ayah is to the following effect:—"Nana said take away all the women and children to Allahabad; and if your men want to fight come back and do so."

যে শতাধিক ইংরেজপুরুষ ও রমণী এবং বালক বালিকা ছিলেন,তাঁহারা বন্দী-স্বরূপ সবেদা কুটীতে প্রেরিত হইলেন।

২৭এ জুন পূর্ব্বাহ্নে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। সায়ংকাল পর্য্যন্ত শত শত মৃতদেহ গঙ্গার পাড়ে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে গৈরিক-বসন পরিহিত সন্ন্যাসীর বেশধারি একটী যুবা পুরুষ গঙ্গার পাড় দিয়া দ্রুত পদ-সঞ্চারে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। যুবক নদীর পাড়ে ইংরাজ রমণী এবং বালক বালিকার মৃতদেহ দর্শনে মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। উত্তরাভিমুখে তাঁহার আর অগ্রসর হইবার সাধ্য হইল না। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। "হায়! হায়! দুর্বৃত্ত সিপাহীগণ নিরপরাধ রমণীদিগের—অসহায় শিশুদিগকে পর্য্যন্ত প্রাণ বিনাশ করিয়াছে" এই কথাটী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ধরাশায়ী শব-দিগের মধ্য হইতে অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ধরাশায়ী লোকদিগের মধ্য হইতে কে আর্ত্তনাদ করিতেছে যুবক সহসা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত থাকিতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া যেদিকে আর্ত্তনাদের শব্দ শুনিতে পাইলেন, সেইদিকের মৃতদেহ সকল একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশটী শব পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু সমুদয়ই জীবনশূন্য মৃতদেহ বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে একটী রমণীর দৃষ্টতঃ মৃতদেহের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, এখন পর্য্যন্তও তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয় নাই। রমণীর গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তিনি অস্ফুট স্বরে এবং কাতরকণ্ঠে বলিলেন Put an end to this suffering, "এ যন্ত্রণা শেষ কর।"

ধরাশায়ী রমণী এই বলিয়াই হাঁ করিলেন। তাঁহার রসনা একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যুবক মনে করিলেন রমণীর মুখে একটু জল দিলে বোধ হয় ইহার জীবনরক্ষা হইতে পারে। কিন্তু যুবকের সঙ্গে জলপাত্র নাই। তিনি তাড়াতাড়ি নদীকূলে যাইয়া আপন পরিধেয় বসনের অর্দ্ধাংশ সিক্ত করিলেন। পরে দ্রুতপদে যুবতীর নিকট আসিয়া তাঁহার মুখে জল দিতে লাগিলেন। যুবতী অচৈতন্যাবস্থায় জলপানে যারপর নাই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। যুবক আবার নদীকূলে যাইয়া বস্ত্র সিক্ত করিয়া রমণীর জন্য জল আনিলেন। দ্বিতীয়বার জল-পান করিবামাত্র রমণী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। চক্ষু মেলিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "Put an end to this suffering—By your sword—By

your sword! এ কষ্ট শেষ কর তোমার তরবারের দ্বারা—তোমার তরবারের দ্বারা—

যুবক ইংরেজীতে বলিলেন "I will not kill you,—I will try to save your life" আমি আপনাকে হত্যা করিব না— আমি আপনার জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব"।—

রমণী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"no—no—kill me—kill me, put an end to this suffering" "না—না—খুন কর—খুন কর—এ যন্ত্রণা শেষ কর"—

যুবক আবার ইংরেজীতে বলিলেন—I am not a mutineer, I am not a sepoy,—a friend" "আমি বিদ্রোহী নহি—আমি সিপাহী নহি—বন্ধু—

রমণীর প্রাণবায়ু প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। দুই তিন মিনিট পরেই তাঁহার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বেশধারী যুবক নদীর পাড় দিয়া বরাবর উত্তরপূর্ব্ব দিকে চলিলেন, এবং সায়ংকালে একটী শিবের মন্দিরের নিকট পৌছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শিবের মন্দির।

কানপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, কানপুর এবং বিঠুরের মধ্যস্থানে, একটী শিবমন্দির রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়া বাজিরাও কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়া বাজীরাও ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। তাঁহার সমুদয় রাজ্য ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। পেশওয়া দেখিলেন আর রাজ্য উদ্ধারের উপায় নাই। সুতরাং ইংরেজদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৮০০০০০ আট লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণে সম্মত হইয়া আপন পৈত্রিকরাজ্য ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইংরেজেরা পেশওয়াকে আর পুনানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিলেন না; কানপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বিঠুরে তাঁহার আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া।

দিলেন। পাঠক ও পাঠিকাদিগের বোধ হয় অবিদিত নাই যে, ধুন্দপন্ত নানা এবং বালাজি নানা প্রাগুক্ত বৃত্তিভোগি পেশওয়া বাজিরাওর পোষ্য পুত্র। বাজিরাওর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ড্যালহৌসী নানাকে তাঁহার পিতার প্রাপ্য বৃত্তি প্রদানে অসম্মত হইলেন। নানাসাহেব ড্যালহৌসীর এই হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিবার নিমিত্ত তাঁহার আমমোক্তার আজিমউল্লাকে বিলাতে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। কোর্ট অব ডিরেক্টর লর্ড ড্যালহৌসীর হুকুম বাহাল রাখিলেন। নানা সাহেব আর বৃত্তি পাইলেন না। সুতরাং ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে ঘোর বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

কানপুর এবং বিঠুরের মধ্যস্থিত প্রাগুক্ত শিবমন্দির বিগত তিন বৎসর যাবত নানাসাহেব এবং তাঁহার পরামর্শদাতাদিগের মন্ত্রভবনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত সন্ন্যাসীর বেশধারি যুবক এই শিবের মন্দিরের নিকট আসিয়া বাহির হইতে দ্বারে কারাঘাত করিবামাত্র, একটী বৃদ্ধা রমণী মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া বাহিরের দ্বার খুলিল। বৃদ্ধা প্রাতে এবং অপরাহ্লে মন্দিরে আসিয়া মন্দির পরিস্কার করে।

যুবক বৃদ্ধার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন "বুড় মহন্ত এখন মন্দিরে আছেন?"

বৃদ্ধা বলিল "না—তিনি আজ প্রাতে কানপুর চলিয়া গিয়াছেন—সন্ধ্যার পর আবার এখানে আসিবেন।"

যুবক বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বুড় মহন্তের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ বার মিনিট পরে অশীতিবৎসরবয়স্ক একটী বৃদ্ধ পুরুষ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের পরিধান সম্ভ্রান্ত লোকের পরিচ্ছদ। তাঁহাকে দেখিলে মহন্ত বলিয়া বোধ হয় না। যুবক এই বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। কিছুকাল উভয়েই নির্ব্বাক রহিলেন। বৃদ্ধ বোধ হয় অনেক দূর হইতে পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যুবককে সঙ্গে করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। উভয়েই উপবেশন করিলে পর, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি এখন ঝান্সী হইতে আসিয়াছ? এত দিন কি ঝান্সীতে ছিলে?"

যুবক বলিলেন—"প্রায় তিন বৎসর হইল ঝান্সী পরিত্যাগ করিয়াছি। তিন বৎসরের মধ্যে আর ঝান্সী যাইতে পারি নাই।"

"এই তিন বৎসর কোথায় ছিলে?"

"এই তিন বৎসর যাবত পঞ্জাব, রাজপুতনা এবং এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কেবল আপনার অনুসন্ধান করিতেছিলাম।"

"আমি যে এখানে আছি, তাহা কিরূপে জানিলে?"

"অনেক কষ্ট এবং অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি।"

"আমার জন্য এত কষ্ট করিলে কেন?"

"আপনার কন্যার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি একবার আপনাকে ঝান্সীতে লইয়া যাইব। তিনি আপনার অদর্শনে সর্ব্বদাই মনোকষ্টে কাল যাপন করেন।"

যুবকের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখমণ্ডল একেবারে বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার নয়ন হইতে প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কিছু কাল উভয়েই নির্ব্বাক্ রহিলেন।

যুবক কিছুকাল পরে বৃদ্ধের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিল—"পিতঃ, সন্তানের এই অনুরোধটী রক্ষা করুন। আমার সঙ্গে একত্রে একবার ঝান্সীতে চলুন।" এ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন।"

বৃদ্ধ কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—"নিশ্চয়ই যাইব। তোমার নিকট অঙ্গীকার করিলাম কিন্তু আজ কাল নহে। বর্ত্তমান বিদ্রোহের শেষ ফল দেখিয়া পরে এইস্থান পরিত্যাগ করিব।"

বৃদ্ধের কথাশুনিয়া যুবকের মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণহইল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মহাশয় আমি সকলই শুনিয়াছি। সংসারের শোক দুঃখ কি মানুষকে এতই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে পারে? তবে ত জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন সকলই নিষ্ফল—সকলই বৃথা। প্রাতের লোমহর্ষণ কাণ্ড কি আপনি এখনও জানিতে পারেন নাই?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"প্রাতের সেই নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিয়াই আমি নানার নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু কানপুরে আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উন্মত্ত সিপাহী-গণ আজিমউল্লার পরামর্শানুসারে এই নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে আমার উপদেশানুসারেই নানা তাহাদিগকে এই ভীষণ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে আপাততঃ বিরত রাখিয়াছেন।"

"তবে এখন বলুন দেখি এই ভীষণ নারীহত্যা এবং শিশুহত্যার অপরাধে পরমেশ্বরের নিকট আপনি অপরাধী কি না?"

"আমি অপরাধী? আমি কি নারীহত্যা করিয়াছি? না, নারীহত্যা করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিয়াছি? বরং এ কুকার্য্য হইতে নানাকে বিরত রাখিয়াছি।"

"আপনি অপরাধী নহেন? কে নানাকে এবং আজিমউল্লাকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছে? আমি সমুদয় বিষয়ই আজিমউল্লার প্রেরিত চরের মুখে শুনিয়াছি।"

"তুমি নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা বলিতেছ। এইরূপ বিদ্রোহ কি কোন জনবিশেষের চক্রান্তে কিম্বা পরামর্শে ঘটিয়া থাকে। এই দেশব্যাপী সংগ্রামানল আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সমাজপ্রচলিত পাপ, অত্যাচার এবং অন্যায়াচরণ হইতে সর্ব্বদাই ঈদৃশ বিপ্লবানল জ্বলিয়া উঠে। ইহা কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য নাই। ইংরেজদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা তাহাদিগের আপন আপন কুকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি কাহাকেও বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ প্রদান করি নাই।"

"আমি বিলক্ষণ জানি যে, আপনাকে তর্কে কেহ পরাজয় করিতে পারে না। সুতরাং অগত্যা আমি স্বীকার করিলাম—এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড ইংরেজদিগের নিজের অন্যায়াচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই সমরানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করা কি উচিত নহে? এখনও কি আপনার এই আগুন উস্কাইয়া দিবার বাসনা আছে।"

"ন্যায়, সত্য এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে উস্কাইয়া দিবার প্রয়োজন হইলে অবশ্য উস্কাইয়া দিব। এই বিদ্রোহ যাহাতে পাপ ও কলঙ্ক বিবর্জ্জিত হয় তাহার চেষ্টা করিব।"

যুবক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আর কিছু বলিবার সাধ্য হইল না।

বৃদ্ধ বলিলেন—"নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলে যে? কি ভাবিতেছ? আমি কি বড় অন্যায় করিয়াছি?"

যুবক একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন "এও কি মহাশয় অন্যায় নহে? আপনি কতকগুলি কুকুরকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছেন। দেশের মধ্যে ঘোর অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় আর কি হইতে পারে?"

"তোমাকে কে বলিল যে, আমি এই সকল কুকুর ক্ষেপাইয়া দিয়াছি?—

আমি দেশের মধ্যে অশান্তির শিখা জ্বালিয়া দিয়াছি? আর শান্তি শান্তি যে করিতেছ, এদেশে কি কাহারও শান্তি আছে? কি কখনও শান্তি ছিল? যদি এদেশে শান্তিই থাকিত, তবে তোমাকে আর গৃহত্যাগী হইতে হইত না।"

"আমি যে অশান্তির জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছি, সে অশান্তি কি কখনও এইরূপ নরহত্যা দ্বারা নিবারিত হইবে? দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিস্তার না হইলে, দেশপ্রচলিত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ না হইলে; দেশের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত না হইলে—সে অশান্তির শিখা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।"

যুবক উত্তেজিত হইয়া এইরূপ বলিবামাত্র বৃদ্ধ, পরিহাস পূর্ব্বক সমধিক তেজস্বিতা সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া দেশের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ না হইলে,—অসংখ্য লোকের শোণিতদ্বারা বসুন্ধরা সিক্ত, প্লাবিত এবং পরিপুষ্ট না হইলে, দেশীয় জনসাধারণের অন্তরাত্মা সাংগ্রামিক তেজে অনুপ্রাণিত না হইলে, জ্ঞানবীজ এদেশে কখনও অঙ্কুরিত হইবার সম্ভব নাই। নিশ্চয় জানিবে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিয়া, দেহের শোণিত বিসর্জ্জন করিয়া, মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইলেই বাঙ্গালীদিগের জ্ঞানবীজ রোপণ করিবার সুবিধা হইবে। তখনই কেবল তোমাদের রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অনতিকাল মধ্যে ফুল ফলে পরিপূর্ণ হইবে।"

বৃদ্ধের বাক্যাবসানে যুবক বলিলেন—"মহাশয় আপনি নিশ্চয়ই আত্মপ্রতারিত হইয়াছেন।"

"আমি আত্মপ্রতারিত হইয়াছি? না তুমি আত্মপ্রতারিত হইয়াছ?"

"আপনি আত্মপ্রতারিত নহেন? এই যে আপনি 'সংগ্রামানল, সংগ্রামানল' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আপনি কি মনে করেন যে, ইংরেজদিগকে এই দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলে আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে? দেশীয় রাজগণের আচরণ ত আপনার কিছুই অবিদিত নাই। তাঁহারা সকলেই প্রায় ন্যায়ান্যায় জ্ঞান বিবর্জ্জিত। এদিকে দেশের জনসাধারণ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরেজেরা এদেশে আছে বলিয়াই কথঞ্চিৎ জ্ঞান চর্চ্চা হইতেছে।"

"তোমাকে কে বলিল যে, ইংরেজদিগকে আমি তাড়াইয়া দিতে চাই? আর ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিবার কি কাহারও সাধ্য আছে? তুমি কি মনে কর, ইংরেজেরা এদেশে বাহুবলে রাজত্ব করিতেছেন? আমাদিগের দেশ-

প্রচলিত পাপ, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা ইংরেজদিগকে এদেশে বান্ধিয়া রাখিয়াছে। যে পর্য্যন্ত দেশপ্রচলিত পাপ কুসংস্কার এবং অত্যাচার দূর না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেহই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না।”

“একথা আমিও স্বীকার করি,যে, দেশপ্রচলিত পাপ কুসংস্কার এবং উপধর্ম্ম ইংরেজদিগকে এদেশে আনিয়াছে। সেই পাপ, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের দুর্গ একেবারে ভূমিসাৎ না হইলে ইংরেজদিগকে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ইংরেজদিগের সঙ্গে এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত না, জ্ঞানবিস্তার দ্বারা দেশপ্রচলিত পাপ, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত।”

“অবশ্য সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান বিস্তার দ্বারা পাপ কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। কিন্তু মৃত্তিকা প্রস্তুত না হইলে জ্ঞানবীজ কি কখনও অঙ্কুরিত হয়? তোমাদের বঙ্গদেশে ত বিলক্ষণ জ্ঞানচর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু তুমিই ত আবার আমার নিকট বলিয়াছ যে, জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা তোমাদের দেশীয় লোকের কিছুই উপকার হয় নাই। কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকুরির প্রত্যাশায় তাঁহারা একটু ইংরাজী পড়েন। তাঁহাদিগের চরিত্র অতি জঘন্য। তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও নৈতিক সাহস নাই। তাঁহাদিগের উদরপূর্ত্তির চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা এক প্রকার পশুবৎ জীবন যাপন করেন।”

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যুবক নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, “অদ্য বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময় গঙ্গার ঘাটে ইংরেজরমণীদিগের মৃতদেহ দর্শনে আমার মনেও অত্যন্ত ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল। আমার হৃদয়ও যারপরনাই ব্যথিত হইল। কিন্তু হঠাৎ মহাভারতের উল্লিখিত ভীষ্মের কথিত একটী আখ্যায়িকা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সে আখ্যায়িকাটী বোধ হয় আমি তোমাকেও অনেকবার বলিয়াছি। তোমার স্মরণ আছে কি না জানি না।” বস্তুত এসংসারে প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। ইংরেজদিগের নিজের পাপের ফলেই আজ তাহাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমাদের দেশপ্রচলিত কুসংস্কার, পাপ, অজ্ঞানতা এবং উপধর্ম্ম বিনাশার্থই ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইংরেজগণ এদেশে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু বিগত একশত বৎসরের মধ্যে এদেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কি কখনও

কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা করিয়াছেন ?—চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ইহারা এই দেশ-প্রচলিত কুসংস্কার, উপধর্ম্ম এবং বিবিধ প্রকারের পাপ ও অজ্ঞানতার মূলে সর্ব্বদাই বারি সিঞ্চন করিতেছেন।”

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র যুবক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কখনও না—কখনও না—ইংরেজেরা সুশিক্ষার বিরোধী নহেন।”

“কি বলিলে ? ইংরাজেরা জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী নহেন ? বাছা, আমার বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় আমি ইংরেজদিগের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি জানি না, ইহারা জ্ঞান-বিস্তারের বিরোধী কি, না ?”

“সুসভ্য ইংরেজগবর্ণমেণ্ট যে জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী, তাহা আজ আপনার মুখেই প্রথম শুনিলাম। আর কখনও এ কথা শুনি নাই।”

“আর কখনও শুন নাই ? তবে তোমাদের বাঙ্গালিদিগের কেবল বক্তৃতা শক্তিটাই কিছু অধিক। বাঙ্গালীরা দেশের খবর বড় জানেন না ; দেশের খবর তাঁহাদিগের জানিবারও প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীদের যে অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি, যে বিষয়ে তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন নাই, যে বিষয় তাঁহারা কিছুই জানেন না, সে বিষয়েও তাঁহারা অনায়াসে চারিঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারেন। বিষয়ের অভাব হইলেও তাঁহাদিগের বাক্যের অভাব হয় না, চিন্তার অভাব হইলেও তাঁহাদিগের শব্দের অভাব হয় না। বাঙ্গালীর মুখখানি অক্ষয় কোষ—বীরত্বের খনি,—রেলের গাড়ী,—রাবণের চিতা—এবং দ্রৌপদীর রন্ধনশালা। মুখে তাঁহাদিগের কিছুরই অভাব নাই।”

যুবক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার বলিলেন—

“তুমি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতি কখনও কি পর্য্যালোচনা করিয়াছ ?”

“মহাশয়! আপনি অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিজ্ঞ লোক। আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা উচিত নহে। কিন্তু ভারতে রাজ্যলাভ করিবার পর, এই সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি কখনও জ্ঞান, সুনীতি এবং সৎশিক্ষা বিস্তারের বাধা দিয়াছেন ?”

“বাধা দেন নাই ? কি আশ্চর্য্য কথা। ইংরেজদিগের ভারতে রাজ্যলাভ করিবার পর বোধ হয় লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালেই হইবে—ইংলণ্ডের একজন সহৃদয় পুরুষ মহাত্মা উইলবারফোরস (Wilberforce) ভারতবাসি-

দিগের জ্ঞান এবং নীতিশিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টকে আইন বিধি-বদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলে পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কত যে প্রতিবাদ করিলেন তাহার কিছু জান ?”

“ডিরেক্টরেরা তখন কি কি বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন ?”

“কোর্ট অব ডিরেক্টরের প্রায় সমুদয় মেম্বরই তখন বলিয়া উঠিলেন—ভারতবর্ষে জ্ঞান বিস্তারার্থ তাঁহারা কখনও কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না ; ভারতবর্ষে পাদরিদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে দিবেন না ; ভারতে তাঁহাদিগের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহারা চিরকাল ভারতবাসিদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার চেষ্টা করিবেন ; স্কুল কলেজ সংস্থাপন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার দ্বারাই আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে ; সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর তাঁহারা তদ্রূপ ভ্রম এবং প্রমাদ পরিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিবেন না। তাঁহা-দিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন যে,ভারতে বরং একদল দস্যু পাঠাইতেও তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগকে তিনি কখনও ভারতে যাইতে দিবেন না।”

যুবক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বলিলেন “মহাশয় আপনার মুখে যে বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি। এও কি সম্ভব পর ? এই সুসভ্য ইংরেজজাতি ভারতবাসি-দিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া রাজত্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ? খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে তাঁহারা বাধা দিতে পারেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উৎসাহ প্রদান করিলে পাছে এদেশীয় লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায়ই বোধ হয় এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে তাঁহারা বাধা দিয়া থাকিবেন।’

“বাছা ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমাদের বঙ্গদেশের লোকেরা কোন বিষয় কিছু না জানিলেও তৎসম্বন্ধে তর্ক এবং বক্তৃতা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের মেম্বরগণ ভারতে জ্ঞানবিস্তারের বিরুদ্ধে একটী রিজোলিউসন্ (নির্দ্ধারণ) পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই কুটিল রাজনীতি বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে অনুসরণ করিতে-ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে দেওয়ানি প্রাপ্তি নিবন্ধন এ দেশে রাজালাভ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই ঘৃণিত রাজনীতি অনুসরণ না করিলে, এখন ভারতবাসিদিগের অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইত। সুতরাং বর্ত্তমান বিদ্রোহ কখনও উপস্থিত হইত না।”

"তবে ১৮৩৫ খ্রীঃঅব্দের পর কি ইংরেজেরা এই কুটিল রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন ?"

"১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা বাক্যে এবং কার্য্যে এই রাজনীতি অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তৎপর সেরেস্তার খাতা পত্র দুরস্থ হইয়াছে। এখন মুখে বলেন যে, ভারতবাসীদিগকে সমুন্নত করিতে হইবে, কিন্তু কাজের বেলা সে পথ অবলম্বন করেন না। এখনও আমাদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে এবং হীনাবস্থায় রাখিয়া রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার যত্ন করেন।"

"উঃ! এ যে ভয়ানক কথা! ইংরেজেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আলোক এবং জ্ঞানালোক প্রাপ্ত না হইলে, এদেশীয় লোকদিগকে অনন্ত নরকে অনন্তকাল জ্বলিয়া মরিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় শুদ্ধ কেবল ভারতে রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে যদি তাঁহারা জ্ঞান বিস্তারের কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বাধা দিয়া থাকেন, তবে কি তাঁহারা আমাদিগকে চিরকাল অনন্ত নরকে রাখিয়াও রাজ্যভোগ করিতে অনিচ্ছুক নহেন ?"

"বাছা! ভারতবর্ষে ইহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য যদি এদেশীয় লোকদিগের হস্তপদ কর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয়, বোধ হয় ইহারা আমাদিগকে হস্তপদ শূন্য করিতেও কুন্ঠিত হয়েন না। অনন্ত নরক ত বাইবেলের কথা। সে বাইবেল সঙ্গে করিয়া কি ইহারা ভারতে আসেন ?"

"যদি সত্য সত্যই ইংরেজগবর্ণমেণ্ট ঈদৃশ কুটিল রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন এবং রাজ্যরক্ষা করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগের বর্ত্তমান বিপদ এদেশীয় লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। একি ভয়ানক কথা! ভারতে দশহাজার কি বিশহাজার ইংরেজের প্রভুত্ব রক্ষার্থ তাঁহারা বিশকোটী লোককে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার চেষ্টা করেন? বিশকোটী লোকের উন্নতির দ্বার অবরোধ করিতে ইচ্ছা করেন ?"

"'যদি করিয়া থাকেন' বলিতেছ কেন ? আমি যাহা কিছু বলিলাম তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে কি সন্দেহ আছে ? এ তোমাদের বাঙ্গালীর গাল-গল্প নহে। এ ইতিহাসের কথা।"

"না—আপনার কথা আমি অসত্য বলিয়া মনে করি না। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। ইংরেজেরা এদেশীয় লোকদিগকে শাসন কিম্বা সৈনিকবিভাগের উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ইহাতে কি দেশীয়লোকদিগের উন্নতিরদ্বার একেবারে অবরুদ্ধ হয় নাই? কিন্তু ইংরে-

জেরা রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশে যে এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের বাধা দিতেন, কিম্বা এদেশে স্কুল কলেজ সংস্থাপন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, এই কথাটাই আজ প্রথম শুনিলাম। এ কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।”

“তুমি কেন যে এই বিষয় পূর্ব্বে শুন নাই আমি বুঝিতে পারি না। এ বিষয় ত সকলেই জানে।”

“কোর্ট অব ডিরেক্টরের সেই রিজোলিউসন (নির্দ্ধারণ) কাহার কর্ত্তৃক এবং কি ঘটনা উপলক্ষে রহিত হইল?”

“কোর্ট অব ডিরেক্টরের সে রিজোলিউসন (নির্দ্ধারণ) প্রকাশ্যরূপে অন্য কোন নূতন রিজোলিউসন দ্বারা রহিত করা হয় নাই। ১৮৩৫খ্রীঃ অব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের শাসনভার কয়েকটী সদাশয় ইংরেজপুরুষের হস্তে নিপতিত হইল। এই সময় লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণরজেনেরল, লর্ড মেটকাফ এবং লর্ড মেকলে তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রযত্নেই এদেশে জ্ঞান বিস্তারের উপায় অবলম্বিত হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের পরামর্শদাতা লর্ড মেটকাফ অত্যন্ত সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহারাই পরামর্শে এবং যত্নে সহমরণ প্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি সর্ব্বদাই বলিতেন যদি ভারতবাসিদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া ব্রিটিশরাজত্ব রক্ষা করিতে হয়, তবে ইংলণ্ড ভারতের এক মাত্র বিনাশের কারণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ব্রিটিশরাজত্ব শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হইলেই ভাল।”

“ইনি ত তবে বড় সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন।”

“বাছা! ঈদৃশ উদারচেতা কয়েকটি মহাত্মার পুণ্য ফলেই মেস্তর জন ইণ্ডিগোর (Mr. John Indigo) বংশধরগণ এখনও ভারতে রাজত্ব করিতেছেন। নহিলে মেস্তর জন ইণ্ডিগো (Mr. John Indigo) ফ্রান্সিস টোব্যাকো (Francis Tobacco) এবং সার হেনরী সল্টকে (Sir Henry Salt) ব্যাগ এবং ব্যাগেজ বান্ধিয়া ভারত পরিত্যাগ করিতে হইত। এই সকল মহাত্মার প্রতিপাদিত উদার রাজনীতি সম্যকরূপে অবলম্বিত হইলেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইবে। এবার এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরেজেরা বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশীয় লোকদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার না হইলে তাঁহারা ইংরেজ রাজত্বের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। তোমাদের বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবিস্তার এবং জ্ঞানচর্চ্চা হইতেছে; সুতরাং আজিমউল্লার গুপ্তচরেরা শত চেষ্টা করিয়াও বঙ্গদেশের এক জন লোককেও

বিদ্রোহী করিতে পারে নাই। সে দিন ময়ুর তেওয়ারি নামে একজন স্থবেদা-রকে বিদ্রোহিগণ ধৃত করিয়া নানা সাহেবের নিকট আনিয়াছে। ময়ুর বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করেন নাই। তিনি কাপ্তান ডন্‌ক্যান সাহেবের মেমকে তিন দিন আপন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। তিন দিন পরে তাঁহাদিগকে গোপনে এলাহাবাদে প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্যই বিদ্রোহিগণ ময়ূরের উপর কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশার্থ নানার নিকট তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। আমি শুনিলাম ময়ূর তেওয়ারি ডন্‌ক্যান সাহেবের নিকট ইংরেজি শিখিয়াছেন। তাঁহার বিলক্ষণ লেখা পড়া জ্ঞান আছে। স্থতরাং তিনি কিছুতেই বিদ্রোহিদলভুক্ত হইতে স্বীকার করিলেন না। আজিমউল্লা তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে অসম্মত দেখিয়া,তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিতছিলাম। আমার অনুরোধেই নানাসাহেব এবং আজিমউল্লা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া এখন তাঁহাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ এদেশের যে সকল লোকের দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা দূর হইয়াছে, তাঁহারা কখনও বিদ্রোহী হইবেন না। দেশ-প্রচলিত অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মই এই বিদ্রোহের মূল কারণ। ইংরেজেরা এপর্য্যন্ত দেশীয় লোকদিগের সেই অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করেন নাই। চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং বাক্যে এবং কার্য্যে এই দেশ-ব্যাপী অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, স্থতরাং তাঁহারা আপন মৃত্যু বাণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।”

“মহাশয়! আপনাকে আমি এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি নিজেই বলিতেছেন যে, দেশপ্রচলিত অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মই এই বিদ্রোহের একমাত্র কারণ। দেশের অজ্ঞান লোকেরাই বিদ্রোহী হইতেছে। যদি অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মই বিদ্রোহের মূল কারণ হয়, তবে আপনার ন্যায় জ্ঞানী মহাত্মার কি এই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব রাখা উচিত?”

“বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে আমার কি সংশ্রব আছে? আমি ত তাহাদিগের একজন লোককেও চিনি না। নানাসাহেব এবং তান্তিয়াতপির সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় ছিল বলিয়াই এবার আজিমউল্লার সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। আমাকে কেন তুমি বার বার বিদ্রোহীদিগের উৎসাহদাতা বলিতেছ, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয় আজিমউল্লার

লোকের প্রমুখাৎ তুমি আমার সম্বন্ধে কোন প্রকার মিথ্যা কথা শুনিয়া থাকিবে।” তাহাতেই বার বার ঐরূপ বলিতেছ।

“আপনি নানাসাহেবের কুষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বলেন নাই যে, তিনি অবিলম্বে তাঁহার পিতাররাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি নানাকে বিবিধ প্রলোভনবাক্য দ্বারা ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন নাই?”

“বাছা! তুমি প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছ। আমার স্বভাব প্রকৃতি কিছুই তোমার অবিদিত নাই। তুমি কি কখনও বিশ্বাস করিতে পার যে,সত্যের অপলাপকরিয়া এবং ঘোর কপটাচরণ করিয়া আমার ঈদৃশ কুকার্য্যে রত হইবার সম্ভব আছে?”

“মহাশয়! আপনি কন্যার শোকে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহাতে আপনার পক্ষে এপথ অবলম্বন আমি একেবারে অসম্ভব মনে করি না।”

“বাছা, পলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং ঝান্সীর রেসিডেণ্ট রাজা গঙ্গাধররাওকে দণ্ড প্রদান করিতে অসম্মত হইলে পর, আমার অন্তর মধ্যে সত্যসত্যই ঘোর প্রতিহিংসানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তখন দেশের মধ্যে বিপ্লবানল জ্বালিয়া দিব বলিয়া একবার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু মাসাধিক পরেই আমার মনের সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। আমি আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার নিজের দোষেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সুতরাং প্রতিহিংসা আমার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। আপনার দোষের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িলেই তাহার আর অপরের বিরুদ্ধে কোপানল প্রজ্জলিত হয় না। যখন লোক বুঝিতে পারে যে, তাহার দুরদৃষ্ট তাহার নিজের কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল, তখন কি আর অন্যের প্রতি তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে? আমার হৃদয়স্থিত প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইলে আমি পুনাতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। বিগত তিন বৎসর যাবৎ পুনাতেই ছিলাম। ইহার মধ্যে কেবল একবার বম্বে গিয়াছিলাম। সম্প্রতি তান্তিয়া তপির অনুরোধে এখানে আসিয়াছি। তান্তিয়া যৌবনের প্রারম্ভে পুনাতে আমার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। আমি ইতিপূর্ব্বেই এইস্থান হইতে পুনা প্রত্যাবর্ত্তন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তান্তিয়া আমাকে আর কয়েক দিন এখানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন।

এখন মনে মনে স্থির করিয়াছি, বর্ত্তমান বিদ্রোহের শেষ ফল দেখিয়া এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব। তান্তিয়া নানাসাহেবের একজন পরামর্শদাতা। নানাসাহেবের পরামর্শদাতাগণের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এখন তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার একপক্ষে নানার মাতা এবং তান্তিয়া। অপরপক্ষে আজিমউল্লা এবং নানার উপপত্নী আদ্‌লা।

যুবক বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"তবে আপনার নামে এই মিথ্যা অপবাদ কিরূপে প্রচার হইল? এখানে কি অন্য কোন জ্যোতির্ব্বিদ নানার কুষ্ঠী দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন?"

"সে সকল কথা তোমাকে বলিতে হইলে এই বিদ্রোহের দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয় বিবৃত করিতে হয়। সে অনেক কথা। আমি সে সমুদয় কথা তান্তিয়ার মুখেই শুনিয়াছি। সে সকল কথা তোমার শুনিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

যুবক বলিলেন "মহাশয় আমার সে সকল কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। আপনার আচরণ সম্বন্ধে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; এবং তজ্জন্য আমি অত্যন্ত মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছি। সমুদায় অবস্থা শুনিলেই আমার মনের সন্দেহ দুর হইবে। আর আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা সংস্কার আমার মনে স্থান পাইবে না।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জ্যোতির্ব্বিদ।

যুবক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"বাছা, বর্ত্তমান বিদ্রোহ কোন একটী বিশেষ কারণ কিম্বা বিশেষঘটনা হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের কিম্বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টা, যত্ন অথবা চক্রান্তও ইহার মূলকারণ নহে। বিবিধ প্রকারের অসংলগ্ন এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগশূন্য ঘটনাবলি, এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কহীন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের কার্য্যকলাপসমষ্টি হইতেই এই বিদ্রোহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহার একটী ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। এবং চারি পাঁচটী ঘটনা একত্রে পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে কোন প্রকার কার্য্য কারণের শৃঙ্খল পরিলক্ষিত হয় না। নানাসাহেবের কার্য্যকলাপের সঙ্গে দিল্লীরবাদসাহের কার্য্যকলাপের কোন

সম্পর্ক নাই। আবার দিল্লীরবাদসাহের কার্য্যকলাপের সঙ্গে লক্ষৌর বিদ্রোহী-দিগের কোন প্রকার সংস্রব দেখা যায় না। সুতরাং এই বিদ্রোহের প্রকৃত নৈতিক কারণ (moral causes) অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ইংরেজেরা স্বার্থপরতানিবন্ধন আত্মরক্ষার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পরিণামে তাঁহাদিগের আত্মবিনাশের কারণ হইয়াছে। তাঁহারা প্রজাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অজ্ঞানতা হইতেই এই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বিদ্রোহের আর কয়েকটি দৃষ্টতঃ কারণও রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইংরেজদিগের রাজ্যলাভের প্রারম্ভ হইতেই বর্ত্তমান বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। তোমাদের বঙ্গদেশের লোকদিগের ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রতি কিরূপ সহানুভূতি আছে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই কি সিংহাসনারূঢ় রাজা কি পর্ণ-কুটীরবাসী কৃষক সকল শ্রেণীস্থ লোকই ইংরেজদিগকে ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ নেত্রে দর্শন করেন। ইংরেজদিগের প্রতি দেশীয় লোকের মনে এইরূপ বিদ্বেষের সঞ্চার হইবার বিশেষ কারণও রহিয়াছে। কি ভূম্যধিকারী, কি প্রজা, কাহারও সঙ্গে ইংরেজেরা ন্যায়ানুগত আচরণ করেন নাই। তোমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় এদেশীয় ভূম্যধিকারীদিগের সঙ্গেও ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া তাঁহারা বারম্বার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং ভূমির রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। তুমি শুনিয়া থাকিবে গবর্ণরজেনেরল মারকুইস অবওয়েলেস্‌লীর উৎপীড়নে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার নবাব সদাতালি আপন রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আপন শাসনাধীনে রাখিয়া, অপর অর্দ্ধাংশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু নবাবের অর্দ্ধাংশের বার্ষিক রাজস্ব পূর্ব্বের ন্যায় এক কোটী বিশ লক্ষ টাকা রহিল। ইংরেজেরা তাঁহাদিগের অর্দ্ধাংশের বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহাদিগের প্রাপ্যরাজস্ব এখন প্রায় দুইকোটী ত্রিশলক্ষ টাকা হইয়াছে। আবার ইংরেজেরা অযোধ্যার নবাবের রাজ্য অরাজক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া নবাব ওয়াজেদ আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। কিন্তু অযোধ্যার নবাবের শাসনকালে নবাবের অর্দ্ধাংশ মধ্যে একটী প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর পরিবারও বিনষ্ট হয় নাই। পক্ষান্তরে ইংরেজঅধিকৃত অর্দ্ধাংশের প্রায় সমুদয় প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার ইংরেজদিগের সুশাসনে দীনদরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকানেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশের এখন আর চিহ্নও নাই।

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের প্রতিষ্ঠিত বিচার আদালতে কেহ বিচারপ্রার্থী হইলে তাহাকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এ সকল বিলাতি যন্ত্রের বিচার। এই বিলাতি কল কিম্বা যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া মানুষকে একবারে পেষিত হইতে হয়। এ সকল বিলাতি বিচার আদালতে কেবল বাক্যের আড়ম্বর, শব্দের আড়ম্বর এবং কাগজ কলমের সুবিচার দেখা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপ বিচারআদালত দ্বারা কোন প্রকার উপকারলাভের প্রত্যাশা নাই। তৃতীয়তঃ ইংরেজেরা দেশীয় লোকদিগকে, কি শাসনবিভাগে কি সৈনিকবিভাগে উচ্চপদ প্রদান করেন না। দেশের সমগ্র অধিবাসিদিগকে ঘৃণিত শূদ্রজাতি করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে এদেশীয় লোকের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে, সমগ্র জাতির অধঃপতন হইতেছে এবং দেশের সমুদায় লোকই তজ্জন্য ইহাদিগের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। চতুর্থতঃ দেশের সৎলোকেরা ইংরেজদিগের কথনও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু দেশের অত্যন্ত কুচরিত্র লোকেরাই ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র হইতেছে এবং দেশের এই সকল নরপিশাচ ইংরেজদিগের আশ্রয় পাইয়া দেশের নিরীহ লোকের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছে।

"এই সকল কারণে দেশের সমুদয় লোক অর্থাৎ—কি জমিদার কি প্রজা, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই ইংরাজগবর্ণমেণ্টের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কাহারও কিছু করিবার সাধ্য ছিল না। দেশের সমুদয় লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতা সঞ্চারের সম্ভব নাই। জমিদার প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করেন, প্রজা জমিদারকে প্রবঞ্চনা করিতে একটুও ত্রুটী করে না। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন, মুসলমানেরা আবার হিন্দুদিগকে নির্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং দেশের সমগ্র প্রজা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও এপর্য্যন্ত তাহারা সকলেই নির্ব্বাক ছিলেন; এখন অকস্মাৎ মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইবামাত্র অর্থাৎ—একদিক হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবামাত্র—চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই সে আগুনে আহুতি প্রদান করিতেছেন। মিরাটের সিপাহীদিগের দেখাদেখি এখন সকল স্থানের সিপাহী এবং অন্যান্য লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এদেশের জন সাধারণের মধ্যে ইংরেজেরা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করিলে ইহারা কথনও এইরূপ শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিত না।

"বাছা, যে দেশের রাজা প্রজাসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, প্রজার মঙ্গল সাধনে যত্নবান নহেন, যেদেশের রাজা শুদ্ধ কেবল প্রজাদিগের অর্থাপহরণের চেষ্টাকরেন, সেদেশে নিশ্চয়ই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবে। কিন্তু প্রজাসাধারণ শিক্ষিত হইলে তদ্রূপ বিপ্লব উপলক্ষে রক্তস্রোতে দেশ ভাসিয়া যায় না। প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে নৈতিক-বল প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন, এবং সকলে একত্র হইয়া রাজাকে সৎপথে পরিচালন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অশিক্ষিত প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে, তাহারা ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় রাজপুরুষদিগকে আক্রমণ করে। সুতরাং সিপাহীদিগের বর্ত্তমান ঘৃণিত আচরণ ইংরেজদিগের কুটিল রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহাদিগের সুশিক্ষা লাভের সুযোগ থাকিলে এরূপ অবস্থা হইত না।

"সূক্ষ্মদর্শী এবং ন্যায়পরায়ণ নীতিবিশারদেরা কখনও প্রজাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার চেষ্টা করেন না। প্রজাগণের উন্নতির দ্বার অবরোধ করেন না, তাঁহারা জানেন যে, অশিক্ষিত প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইলে ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠে। বস্তুতঃ প্রজাসাধারণের সৎশিক্ষার উপরই রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে।"

বৃদ্ধ এইপর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইবামাত্র যুবক কহিলেন—"মহাশয়! নানা সাহেব বিদ্রোহী হইলেন কেন? নানাসাহেবের উপর কি অত্যাচার হইয়াছিল?"

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন,—"নানাসাহেব এবং বালাজিরাও সাহেব বৃত্তিভোগী পেশওয়া বাজিরাওর পোষ্যপুত্র। বাজিরাওকে ইংরেজেরা বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন। বিগত ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে বাজিরাওর মৃত্যু হইলে পর ইংরাজদিগের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ড্যালহৌসী নানাসাহেবকে তাঁহার পিতার প্রাপ্য বৃত্তি প্রদানকরিতে অসম্মত হইয়া তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিলেন। নানা তখন আজিমউল্লাকে আমমোক্তারের পদে বরণ করিয়া ড্যালহৌসীর হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিবার নিমিত্ত বিলাতে প্রেরণ করিলেন। আজিমউল্লার বিলাতে অবস্থান কালে নানা সর্ব্বদাই জ্যোতির্ব্বিদ এবং গণকদিগকে আনাইয়া আপীলের ফলাফল গণনা করাইতেন; এবং কখন কখনও লগ্নাচার্য্যদিগের দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকূলতা খণ্ডাইবার নিমিত্ত দেশপ্রচলিত উপধর্ম্মমূলক বিশ্বাসানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করাইতেন। অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিদ, গণক, লগ্নাচার্য্য এইরূপে নানার নিকট হইতে অর্থলাভ করিতে লাগিল। এই

সময় একটা নিতান্ত ধূর্ত্তলোক জ্যোতির্ব্বিদবলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নানার নিকট উপস্থিত হইল। নানা তাহার নিকট স্বীয় অদৃষ্টের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ধূর্ত্ত, নানার প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ কৌশল সহকারে কহিল—"মহারাজ,আপনার অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে—কিন্তু আপনার উপর এখনও রাহুর ত্রিপদ দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাতে একটু বিলম্ব দেখা যায়;—রাহুর বলে শত্রুপক্ষ এখন পর্য্যন্তও বিশেষ প্রবল; চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সে সংবাদের উপর একেবারে নির্ভর করিবেন না। গ্রহদোষে মানুষের হাতের ফল মুখে তুলিবার সময়ও কখন কখন হস্ত হইতে স্খলিত হয়?"

"এই ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদের কথার ভাব ভঙ্গীতেই নানা কতকটা প্রতারিত হইলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে আবার ইহার দুইদিন পরেই নানা বিলাত হইতে আজিমউল্লার এক পত্র পাইলেন। সেই পত্রে লিখিত ছিল—

"অতিসত্বরই আর দুইলক্ষ টাকা পাঠাইবেন। লর্ড ড্যালহৌসীর হুকুম নিশ্চয়ই রহিত হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের সমুদয় প্রধান প্রধান মেম্বর আপনার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কিছু অর্থ প্রদান না করিলে কার্য্য সিদ্ধির উপায় নাই। বিলাত বড় মজার জায়গা;—এখানে অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে অসাধ্য সাধন হয়।—যদি পাঁচলক্ষ টাকা দিতে পারেন তবে উজীর পামার ষ্টোনের এক কন্যাকে এখান হইতে আপনার নিকট পাঠাইতে পারি। কিন্তু এখন সে বিষয় চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। হাতের কার্য্যোদ্ধার না করিয়া অন্য বিষয়ে আমি এখন মনোনিবেশ করিতে পারিব না"—

"আজিমউল্লার এই পত্র পাইবার পর প্রাগুক্ত ছদ্মবেশী জ্যোতির্ব্বিদের প্রতি নানার বিশ্বাস শত গুণে বৃদ্ধি হইল। নানা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বদা বিঠুরে থাকিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।"

"ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ নানার অনুরোধে বিঠুরে অবস্থান করিতে লাগিল। দিন দিন এই মন্দিরে আসিয়া নানার গ্রহদোষ খণ্ডাইবার জন্য বিবিধ যাগ যজ্ঞের ভাণ করিতে লাগিল, এবং একদিন নানার কুষ্ঠি দেখিয়া বলিল যে নানাসাহেব, নিশ্চয়ই আপনি আপনার পিতার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

"এই ধূর্ত্তের প্রশংসা ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইতে লাগিল। বিঠুরে সময়

সময় যে সকল ইংরেজমহিলা নানার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ বা পরিহাসচ্ছলে কেহ বা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ইহাকে হাত দেখাইতেন। গণক হাত দেখিয়া তাঁহাদিগের অদৃষ্টের ফলাফল বলিয়াদিত। একবার নানার পত্রসহ এই ধূর্ত্ত দিল্লীতে যাইয়া দিল্লীর প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানদিগের অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতে আরম্ভ করিল। একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়াছেন বলিয়া দিল্লীতে জনরব উঠিল। হতভাগ্য দিল্লীর বাদসাহ পর্য্যন্তও এক দিন আগ্রহ সহকারে ইহাকে আপন প্রাসাদে আনাইয়া স্বীয় অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতে বলিলেন। ধূর্ত্ত দিল্লীর বাদসাহকে বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে গোপনে বলিল যে,এক শত বৎসর পূর্ণ হইলেই ইংরেজরাজত্ব শেষ হইবে, তখন আবার বাদসাহই সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইবেন। ধূর্ত্তের কথায় বাদসাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক অর্থ প্রদান করিলেন।

"এদিকে কোর্ট অব ডিরেক্টর নানাসাহেবের আপীল অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড ড্যালহৌসীর হুকুম বহাল রাখিলেন। আজিমউল্লা নানার অনেক অর্থ নাশ করিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নানার অন্যূন দশলক্ষ টাকা এই আপীল উপলক্ষে ব্যয় হইল। নানা তখন আজিমউল্লা এবং জ্যোতির্ব্বিদ উভয়ের উপরই একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ সর্ব্বদাই কৌশল পূর্ণ ভাষাতে নানার অদৃষ্টের ফলাফল বলিয়াছে। তাঁহাকে কাহারও অপদস্থ করিবার সাধ্য নাই। সে এখন বিশেষ স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে লাগিল যে, তাহার একটী কথাও নিস্ফল হইবে না, রাহুর দৃষ্টি শেষ হইলেই নানাসাহেব হয় তাঁহার পিতার বৃত্তি, না হয় একেবারে পিতৃরাজ্য লাভ করিবেন।"

"আজিমউল্লাও নানাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেলাগিলেন। তিনি নানাসাহেবের অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। সুতরাং এখন নানাকে প্রবোধ না দিলে চলে না। তিনি গণকের সঙ্গে একমত হইয়া বলিলেন যে, বিলাতে যে সকল জোগাড় করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজেরা ইহার পরেও নানার প্রতি সদ্বিচার করিতে পারেন। আর যদি একান্ত ইংরেজেরা সদ্বিচার না করেন, তবে নানা সাহেবের জন্য তিনি আপন প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও তাঁহার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে নানাসাহেবের নিকট হইতে অর্থলাভ করিবার আশা তিনি কখনও করেন নাই, আর করিবেনও না। তবে বন্ধুতার অনুরোধে নানার উপকারার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না।

"নির্ব্বোধ নানাসাহেব জ্যোতির্ব্বিদ এবং আজিমউল্লার কথায় আবার প্রতারিত হইলেন। আবার এই ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদকে গ্রহদোষ খণ্ডাইবার জন্য বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ধূর্ত্ত আবার এই মন্দিরে বসিয়া নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিল; এবং এক এক প্রকার যজ্ঞ এবং দেবার্চ্চনা সমাপ্ত হইবামাত্র দেবতাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে বলিয়া নানাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল।"

"এপর্য্যন্ত নানাসাহেব নিজে স্বপ্নেও কখনও মনে করেন নাই যে, তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছেন রাহুর-দৃষ্টি শেষ হইলেই তিনি হয় পিতৃরাজ্য, না হয় পিতার-প্রাপ্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তিনি মনে মনে আশা করিতেছেন যে, রাহুর দৃষ্টি শেষ হইবামাত্র হয়ত প্রজাগণ ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া তাঁহাকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন, না হয় ইংরেজেরা আপনা হইতেই তাহার পিতার প্রাপ্য বৃত্তি তাহাকে দিতে সম্মত হইবেন। বৃত্তিলাভের এইরূপ আশাছিল বলিয়াই, তিনি সর্ব্বদাই ইংরেজদিগের সঙ্গে যারপরনাই ভদ্র ব্যবহার করিতেন। কখন রাশি রাশি অর্থ-ব্যয়করিয়া কানপুরের সমুদয় ইংরেজদিগকে ভোজ দিতেন। কখনও কখন কোন ইংরেজ-রমণীকে বহু মূল্যের উপহার প্রদান করিতেন। মনে মনে ভাবিতেন যে,এই সকল ইংরেজেরা অনুরোধ করিলেই গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বৃত্তি প্রদানে সম্মত হইবেন।"

"এদিকে ধূর্ত্ত-জ্যোতির্ব্বিদ নানার গ্রহ-দোষ খণ্ডাইবার নিমিত্ত দিন দিন নূতন নূতন দেবার্চ্চনার ভাণ করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে লাগিল। এই ধূর্ত্ত নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল। এ সংসারে বোধ হয় এমন অসদনুষ্ঠান নাই, এমন নিষ্ঠুরাচরণ নাই, এমন কুকার্য্য নাই যাহা ইহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। মদ, গাঁজা, গুলি সকলপ্রকার মাদক দ্রব্যেই ইহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। ইহার উপপত্নীর সংখ্যা আট নয়টীর ন্যূন হইবে না। বৎসরেক পূর্ব্বে ধূর্ত্ত আগরাতে ইহার একটা উপপত্নীকে হত্যা করিলে পর ফৌজদারির দারোগা লালসিংহ তৎক্ষণাৎ ইহাকে ধৃত করে। এদেশের ফৌজদারির দারোগাদিগের আচরণ তোমার অবিদিত নাই। ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ দারোগাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে, দারোগা ইহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল। কিন্তু তখন তখনই ইহার সমুদয় টাকা দিবার সাধ্য হইল না। সুতরাং নগদ একহাজার টাকা দিয়া বক্রী টাকা একবৎসরের মধ্যে দিবার

অঙ্গীকার করিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে লালসিংহ টাকা না পাইয়া, এই শিবের মন্দিরে আসিয়া ইহাকে আবার ধৃতকরিল। ধূর্ত্ত নানার নিকট হইতে যখন যে টাকা পাইত তাহা তৎক্ষণাৎ কুকার্য্যে ব্যয় করিত। সুতরাং ইহার হাতে একটী টাকাও ছিল না। লালসিংহ ইহাকে ধৃতকরিবামাত্র ধূর্ত্ত একেবারে অনন্যোপায় হইয়া পড়িল। তখন লালসিংহের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নানার নিকট হইতে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক টাকা বাহির করিবার এক নূতন দুরভিসন্ধি করিল। দারোগা লালসিংহ এই দুরভিসন্ধিতে ইহার সাহায্যকরিতে সম্মত হইল।"

"যেদিন প্রাতে লালসিংহ ইহাকে ধৃতকরেন, সেইদিন অপরাহ্নে ধূর্ত্ত আরব্ধ যজ্ঞ তাড়াতাড়ী সমাপ্ত করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া নানার নিকট বলিল—"মহারাজ আমার যজ্ঞসিদ্ধি হইয়াছে—আপনার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে তাহা স্বয়ং মহাদেব আপনার নিকট বলিবেন ;—আপনি সায়ংকালে মন্দিরে যাইয়া স্বয়ং ঠাকুরের মুখেই সকল শুনিতে পাইবেন ;—আমি আর এবিষয় কিছুই কহিতে চাহি না ;—আর কহিব না। আপনারা বড় লোক—আমাদের গরিবের কথা কি বিশ্বাস করিবেন ? আমি এই একবৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া স্বয়ং ভগবানকে আপনার নিকট আনিয়া দিলাম। এখন যাহা কিছু করিতে হয় ঠাকুরের আদেশানুসারে করিবেন। আমি আর এখানে থাকিব না। কানপুরের রাজা,জয়পুরের রাজা সর্ব্বদা আমার জন্য লোক প্রেরণ করিতেছেন। আমি সেখানে গেলে দশবার হাজার টাকা পাইতে পারিব।"

"নানাসাহেব ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইলেন। সায়ংকালে স্বীয় ভ্রাতা বালাজিরাও সাহেব এবং আজিমউল্লাকে সঙ্গেকরিয়া মন্দিরে চলিলেন। আজিমউল্লা মুসলমান সে মন্দিরের প্রাঙ্গনের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। নানা এবং বালাজি মন্দিরের দ্বারে মস্তক অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র মন্দিরের মধ্য হইতে "দূর হও হতভাগা নানা—দূর হও পাষণ্ড বালা"—এইরূপ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

"নানা এবং বালাজি অবাক্ হইয়া ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধূর্ত্ত তখন মন্দিরের বাহিরে ইহাদিগের নিকট দণ্ডায়মান ছিল। সে তৎক্ষণাৎ গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কিছুকাল "ব্যোম"—"ব্যোম" —"ওম্"——"ওম্"—"অম্" শব্দ করিয়া পরে বলিল "ভগবান দেবের দেব মহাদেব নানাসাহেবের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

ধূর্ত্ত করযোড়ে গলবস্ত্রে এই প্রকার বলিবামাত্র মন্দিরের ভিতর হইতে —"রে নরাধম নানা—আমি আর এখানে থাকিতে পারি না—আমার মন্দিরের নিকট গোহত্যা—রে নরাধম! বৃষ আমারই বাহন—সেই বৃষের এই দুর্দ্দশা—দূর হও—দূর হও—"ইত্যাকার শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল।"

"ধূর্ত্ত আবার গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুই তিন বার 'ব্যোম' 'ব্যোম' শব্দ করিবামাত্র—মন্দিরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"রে পাষণ্ড নানা—এখনই এই গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা কর,—ভয় কি? নিশ্চয়ই তোর রাজ্যলাভ হইবে। আমার ত্রিভুবন বিজয়ী ত্রিশূল,ভগবান কমলাপতির সুদর্শন চক্র কি তোকে রক্ষা করিতে পারিবে না?"

"এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্র মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইল। ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া উঠিল "মহারাজ! ঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমারও অদ্যই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাকে আর এখানে রাখিতে পারিবেন না। যে কারণে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই,তাহা এখন ত বুঝিতে পারিলেন। এই গোহত্যার জন্যই ঠাকুর বড় অসন্তুষ্ট আছেন। পূর্ব্বে একবার আপনি আমাকে অনর্থক ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমার কিছুই দোষ নাই। আপনার কুষ্ঠিতে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে আপনি রাজা হইবেন। আপনার হাতে স্পষ্ট রাজলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। কাজে কাজেই আমাকে সত্য কথা বলিতে হয়। আমি ত আর একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। কিন্তু দেবতাদিগের যে এই একটু বক্র দৃষ্টি ছিল তাহা ত জ্যোতিষে লেখা নাই। আমি এই এক বৎসর যাবৎ অনেক পরিশ্রম এবং নিজ হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই নূতন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার যজ্ঞ সিদ্ধি হইয়াছে। আমাকে যে দশহাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ইচ্ছা হয় দিন,না হয় বলুন আমি দেশে চলিয়া যাই।"

"নির্ব্বোধ নানাসাহেব এই ধূর্ত্তকে দশ হাজার টাকা দিয়া বিদায় করিলেন; এবং রাত্রে বলাজি এবং আজিমউল্লার সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা নিতান্তই নির্ব্বোধ। কিন্তু বালাজিরাও সাহেব নানার ন্যায় তত নির্ব্বোধ নহেন। সুতরাং বালাজি বলিলেন—"আমার বড় সন্দেহ হয় যে, মন্দিরের মধ্যে এই বামন কোন লোক রাখিয়া থাকিবে।"

"আজিমউল্লা এখন নানাকে কোন একটা গোলযোগের মধ্যে বাধাইয়া দিতে পারিলেই তাহার কিছু লাভ হয়। সুতরাং আজিমউল্লা মুসলমান হই-

লেও হিন্দুধর্ম্মের সকল কথাই তাহার বিশ্বাস হইল। তিনি বালাজির কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"না—না—মহাশয়। এ ঠাকুর সে রকম লোক নহেন। আমি অনেক লোক দেখিয়াছি; কিন্তু ইহার ন্যায় খাঁটী লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বেচারা বড় ধার্ম্মিক"—

"নানা বলিলেন—"তবে তুমি কি বিশ্বাস কর যে, মহাদেব নিজে কথা বলিয়াছেন?" নানার কথার প্রত্যুত্তরে আজিমউল্লা আবার বলিলেন—"নিশ্চয়ই মহাদেব ঠাকুর কথা বলিয়াছেন। তিনি নিজে এই সকল কথা না বলিলে অন্য লোক তাহার ঘরের কথা কিরূপে জানিবে?"

"বালাজি বলিলেন "ঘরের কথা কি? বালাজির কথার প্রত্যুত্তরে আজিম উল্লা বলিলেন—"মহাশয় এ সকল কি আর ঘরাও কথা নহে? আপনাদের মহাদেব ঠাকুর যে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া বেড়ান তাহা পূর্ব্বে কি কেহ জানিত? আপনি কি তাহা জানিতেন?"

বালাজি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বৃষ যে মহাদেবের বাহন তাহা ত সকলেই জানে।"

আজিমউল্লা বলাজিকে হাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া আবার বলিলেন—"মহাশয় ষাঁড়ের কথাটাই না হয় লোকের জানা আছে। কিন্তু কাহার ঘরে কি অস্ত্র আছে তাহা ত আর অন্য লোকে জানিতে পারে না। আমার ঘরে কি অস্ত্র আছে তাহা কি আপনি জানেন? আপনাদের হিন্দু দেবতাদের ঘরের কথা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। হিন্দুরা তাঁহাদিগের নিজের মন্ত্র তন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। এই সকল কথা নিশ্চয়ই মহাদেব ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন। তিনি না বলিলে অন্য লোক কিরূপে জানিবে যে, তাঁহার ঘরে একটা ত্রিশূল আর একটা চক্রাস্ত্র আছে।"

বালাজি বলিলেন "আজিমউল্লা তুমি এক আহম্মক। ইহাদের অস্ত্র যে ত্রিশূল এবং বিষ্ণুর অস্ত্র যে সুদর্শনচক্র তাহা হিন্দুমাত্রেই জানেন।"

এবার আজিমউল্লা বালাজির কথা শুনিয়া যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয় আপনি আমাকে আহম্মক বলিতেছেন! এও কি সম্ভবপর—যে অন্যের ঘরে কি অস্ত্র আছে তাহা কেহ জানিতে পারে? আমার প্রায় পঞ্চাশবৎসর বয়স হইয়াছে। আমি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি সমুদয় মুল্লুক দেখিয়াছি। আমি আর হিন্দুধর্ম্মের কথা জানি না। আমি সকল মুল্লুকের লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। আমাকে এখন

আপনি নূতন কথা শিখাইবেন। হিন্দু দেবতারা কখনও আপন ঘরে কি অস্ত্র আছে, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করেন না। আমাদের এই গণকটী বড় খাঁটী লোক। মন্দিরের মহাদেব ঠাকুর যে ঐ সকল কথা নিজেই বলিয়াছেন, তাহা আমি কোরাণ ছুঁইয়াও বলিতে পারি। এখন ইংরেজদিগের সঙ্গে একটা কিছু বাধাইয়া দিলে, এই হিন্দু দেবদেবীরা ত্রিশূল আর চক্রান্ত লইয়া আমাদের পক্ষে লড়াই করিবেন। আমি বুড় মহারাজের আমল হইতে জানি— আমাদের এই মন্দিরের দেবতাটী আমাদের উপর বড় মেহেরবান। নহিলে কি আর বুড় মহারাজ এত যত্ন করিয়া ঐ মন্দির তৈয়ার করিয়া দিতেন? ঠাকুরটী এখন বুড় হইয়াছেন তাই ঘোড়ার উপর উঠিতে পারেন না, ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়া বেড়ান। সেই ষাঁড়ের বংশ, শালা ফিরিঙ্গি ধ্বংস করিতেছে, কাজে কাজেই বুড়র একটু রাগ হইয়াছে। মহাশয়, আপনার বয়স অতি অল্প। আপনি হিন্দুশাস্ত্রের কি জানেন? আপনাদের হিন্দুশাস্ত্রের কোন কথা আমার অজানিত নাই। আমি ষোলআনা হিন্দুশাস্ত্রই জানি। আপনাদের শাস্ত্রে ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ আছে। এই ঠাকুর সেই সত্য যুগের দেবতা। ষাঁড় বিনে এখন দুইপাও চলিতে পারেন না। আপনাদের ও ঠাকুরটীকে কি আমি জানি না? এনার একটু গাঁজা গুলি খাওয়ার অভ্যাস আছে। গাঁজা গুলি বিনে এনার পূজা হয় না। ঠাকুরকে সময় সময় হয় ত ষাঁড়ের পিঠে উঠিয়া গুলির আড্ডায় যাইতে হয়। কিন্তু ইংরেজেরা এনার ষাঁড়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সুতরাং এ মহাদেব ঠাকুরের বড় অসুবিধা হইতেছে। মহাশয়, আমার পরামর্শ শুনুন, যখন আপনাদের হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান দেবতা মহাদেবের হুকুম হইয়াছে, তখন আর দেরী করা উচিত নহে। যাহা হয় শীঘ্র শীঘ্র করিতে হইবে। আরও একটী কথা আমার স্মরণ হইয়াছে। গো হত্যার জন্য এ বুড় মহাদেব ঠাকুরের চটিবার বিশেষ কারণ আছে। এদিকে ষাঁড় না হইলে চলিতে পারেন না, ওদিকে একটু আফিঙ্গ খাইবার অভ্যাস আছে। দুগ্ধ না খাইলে কোষ্ঠ হয় না। কাজে কাজেই গোহত্যার জন্য খুব চটিয়াছেন। ফিরিঙ্গিকে তাড়াইয়া দিয়া গোহত্যা নিবারণ না করিলে, এ দেবতা নিশ্চয়ই এদেশ পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

"আজিমউল্লা এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং মহাদেবের গুণানুকীর্ত্তন করিলে পর, নানারও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু নানা, মুখে সর্ব্বদাই ইংরেজদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। এদিকে নানার ব্যয়ে আজিম উল্লা কয়েক জন গুপ্তচর নিযুক্ত করিল। তাহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেরসিপাহীদিগকে বলিতে লাগিল যে, ইংরেজেরা সমুদয় সিপাহীকে খৃষ্টান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।"

"প্রাগুক্ত ধূর্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ লালসিংহের টাকা পরিশোধের পর, কিছু কাল দিল্লী এবং আগ্রা অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার বিঠুরে প্রত্যাগমন করিল। এবং লোককে বিদ্রোহী করিবার এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই ঔষধ ময়দা কিম্বা আটার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চাপাতী প্রস্তুত পূর্ব্বক আজিমউল্লার নিয়োজিত প্রাগুক্ত গুপ্তচরেরা সেই চাপাতী ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্টের সিপাহী-দিগের গৃহে প্রেরণ করিতে লাগিল।

"বর্ত্তমান বিদ্রোহের পূর্ব্বে পাঁচ ছয় মাস যাবৎ আজিমউল্লার প্রেরিত গুপ্তচরেরা এই প্রকার চাপাতী বিতরণ এবং বিবিধ মিথ্যাপ্রবাদ প্রচার করিতে লাগিল। ইংরেজেরা সিপাহীদিগের ধর্ম্মনাশ করিবেন, সকলকে খৃষ্টান করিবেন—এইরূপ অমূলক প্রবাদ প্রচার করিয়াই ইহারা সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী করিয়াছে। আমার বোধ হয় সিপাহীগণ হীনবুদ্ধি হইলেও এত সহজে এই সকল অমূলক প্রবাদ কখনও বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সিপাহীগণ পূর্ব্ব হইতে অন্যান্য কারণে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রতি অত্যন্ত বীতানুরাগ হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদিগের অন্তরে বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং এই অমূলক প্রবাদের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান না করিয়া তাহারা সহজেই ইহা বিশ্বাস করিতে লাগিল। কাহারও বিরুদ্ধে মনে বিদ্বে-ষের সঞ্চার হইলে, মানব প্রকৃতির অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতানিবন্ধন মানুষ অনা-য়াসে তাহার বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিতে পারে। সিপাহী-দিগের ঠিক সেই অবস্থা হইল। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল বলিয়াই সহজে এই সকল মিথ্যা প্রবাদ বিশ্বাস করিল।"

যুবক এই স্থানে বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্য সিপাহীগণ ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল?"

যুবকের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ বলিলেন—"ইংরেজেরা শুদ্ধ কেবল এদেশীয় সিপাহীদিগের বাহুবলেই ভারতে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই দেশীয় সৈনিকপুরুষেরাই ইংরেজ-দিগের অধীন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সেনাপতির পদে মনোনীত এবং নিযুক্ত হই-তেন। কিন্তু এই সকল দেশীয়সৈন্যের বাহুবলে ইংরেজরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি

এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধি হইলে, ইংরেজেরা ক্রমে তাঁহাদিগের স্বদেশীয় লোকদিগকে সৈনিকবিভাগে উচ্চ বেতনে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশীয়সৈন্যগণের প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত অবিচার করিয়া তাহাদিগকে অতি সামান্য বেতনে যৎসামান্য পদে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দেশীয়সৈন্যগণ ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। এবং পুরুষপরম্পরায় তাঁহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে ছিল। বস্তুতঃ ইংরেজগবর্ণমেণ্ট সিপাহীদিগের প্রতি ঈদৃশ অন্যায়াচরণ না করিলে তাহারা কখনও আজিমউল্লার গুপ্তচরের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিদ্রোহী হইত না।"

বৃদ্ধ এইপর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইবামাত্র, যুবক বলিলেন—"মহাশয় আজিম উল্লার গুপ্তচরের মুখে জ্যোতির্ব্বিদের কথা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া নানার নিকট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমার সে সংস্কার দূর হইল। এখন আপনি আমার সঙ্গে একত্রে ঝান্সী চলুন। আপনার কন্যার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে, আপনাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তিনি আপনার অদর্শনে বড়ই মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছেন।"

"বাছা, তান্তিয়ার অনুরোধেই আমি এখানে আসিয়াছি। তান্তিয়াকে আমি আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি। শুদ্ধ কেবল তান্তিয়ার অনুরোধেই এই বিদ্রোহের শেষপর্য্যন্ত এখানে থাকিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।"

তান্তিয়া কে? আর তান্তিয়া যদি নানাসাহেবের পরামর্শদাতা হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্গে কি আপনার সংশ্রব রাখা উচিত? নানাসাহেব যদ্রূপ নিষ্ঠুর তান্তিয়াও তদ্রূপই হইবেন।"

"না—না—তান্তিয়াকে তুমি জান না। আমি স্বীকার করি তান্তিয়ার যৌবনসুলভ সহৃদয়তা এবং বীরত্ব এই কুৎসিত হিন্দু সমাজে পড়িয়া অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এখনও তান্তিয়াতপির মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।"

"তান্তিয়া কে? সে কি মহারাষ্ট্রীয়?"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তান্তিয়াতপি।
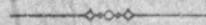
যুবকের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"তান্তিয়াতপি অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তান্তিতার যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অতি বাল্যকাল হইতেই তান্তিয়া অত্যন্ত সদাশয়তা, তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, বীর্য্য এবং বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। নীচতা, কাপুরুষতা, কুটিলতা প্রভৃতি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজপ্রচলিত দোষ যৌবনের প্রারম্ভে কখনও তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। ইংরাজ অধিকৃত রাজ্য তাঁহার জন্মভূমি নহে। পেশওয়া বাজিরাওর রাজত্বকালে পুনানগরে বোধ হয় তান্তিয়ার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার মনে অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার হইল। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

"তান্তিয়ার পিতৃবিয়োগের পর বন্ধুর সন্তান বলিয়া তাঁহাকে আমি বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। সংস্কৃতে তান্তিয়ার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইল। কিন্তু ন্যায়, দর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্র তিনি কখনও সুখ-পাঠ্য বলিয়া মনে করিতেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শ্রবণ কিম্বা সংগ্রামের গল্প পাঠ করিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দলাভ করিতেন।"

"যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার মনে প্রগাঢ় উচ্চাভিলাষের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি কখনও কখনও বলিতেন "মুসলমান এবং ইংরাজদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সমগ্র ভারত আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলস্থ হইবে। ভারতে আবার হিন্দুপতাকা উড্ডীয়মান হইবে।"

"তান্তিয়ার বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রম হইবামাত্র তাঁহার জননী তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা পুত্রের বিবাহের জন্য একেবারে পাগল হইয়া উঠিলেন। তান্তিয়ার নিজের তখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। কিন্তু জননীর অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইল। বিবাহের পর তান্তিয়া দিন দিন সকল বিষয়েই ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন। বিবাহ যেন তাঁহার বিশেষ অসুখের কারণ হইয়া পড়িল। তাঁহার বিবাহের চারিবৎসর পরেই তাঁহার সন্তান হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহার দুইটী

সন্তান হইবামাত্র তান্তিয়ার পূর্ব্বের উৎসাহ, উদ্যম, সদাশয়তা এবং উচ্চাভিলাষ সকলই চলিয়া গেল। তখন তিনি কোম্পানীর সরকারে মাসিক ২০ বিশ পঁচিশ টাকা বেতনের কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে উমেদারী করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও তান্তিয়াকে আমি বিশ পঁচিশ টাকা বেতনের একটা চাকুরি জুটাইয়া দিতে পারিলাম না। এদিকে অর্থাভাবে তাঁহার পরিবারে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এক অনুরোধ পত্রসহ তাঁহাকে বৃত্তিভোগী পেশওয়া বাজীরাওর নিকট প্রেরণ করিলাম। পেশওয়া বাজিরাওর সঙ্গে তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পূর্ব্ব হইতেই আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার পরাভব হইবার পর, বিঠুরে তাঁহার আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কর্ণেল ম্যাল্কম্ আমার রক্ষণাধীনে তাঁহার পরিবারদিগকে পুনা হইতে বিঠুরে প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সময় বাজিরাওর স্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় হইল। তিনিও আমাকে তদবধি বিশেষ শ্রদ্ধা করেন।

"তান্তিয়ার পিতামহ পেশওয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন। সুতরাং বৃত্তিভোগী পেশওয়া আমার অনুরোধে তান্তিয়াকে তাঁহার সরকারে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তান্তিয়া বাজিরাওর সরকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে বাজিরাওর মৃত্যু হইলে পর, নানাসাহেব তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি অধিকার করিলেন। এই উপলক্ষে বাজিরাওর স্ত্রীর সঙ্গে নানা সাহেবের বিবাদ উপস্থিত হইল। তান্তিয়া বাজিরাওর স্ত্রীর পক্ষে ছিলেন। বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি এবং বাজিরাওর স্ত্রী আমাকে বিঠুরে আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি আর এখানে আসিলাম না। বোধ হয় তখন ইংরেজেরা ইহার মধ্যে পড়িয়া সে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। তান্তিয়া এই বিবাদ মীমাংসার পর, নানার সরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ ছয় মাস হইল নানাসাহেব বাজিরাওর স্ত্রীর পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা তাঁহার উপপত্নী আদ্‌লাকে দিয়াছেন। এই মহামূল্য মুক্তার মালার জন্য নানাসাহেবের মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আবার আমাকে এখানে আনাইবার জন্য তান্তিয়াকে পুনা নগরে প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষেই আমি বিগত এপ্রেলমাসে এখানে আসিয়াছি এবং নানাকে তাঁহার মাতার সেই মহামূল্য মুক্তার মালা প্রত্যর্পণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও নানা তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই।

"আমার এখানে আসিবার পর, বিগত ১০ই মে মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল। মিরাটে তাহারা অনেকানেক ইংরেজের প্রাণ বিনাশ করিয়া তৎপর দিবস দিল্লী আক্রমণ করিল। দিল্লীতে তাহারা প্রায় সমুদয় ইংরেজের প্রাণবিনাশ করিয়াছে। এখনও সেই বিদ্রোহীগণ দিল্লীতে অবস্থান করিতেছে। দিল্লীর বাদসাহকে ভারতবর্ষের বাদসহ বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিতেছে।

"মিরাটের সিপাহীদিগের দিল্লী আক্রমণ সংবাদ এখানে পৌছিবামাত্র আজিমউল্লা এই স্থানের সিপাহীদিগকেও বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিল। ৫ই কি ৬ই জুন এখানেও সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া মালখানা লুট করিল। কিন্তু মালখানা লুট করিয়াই তাহারা দিল্লী অভিমুখে চলিল। তাহারা কল্যাণপুর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলে পর, আজিমউল্লা তাহাদিগকে আবার এখানে ফিরাইয়া আনিল, এবং এই স্থানের সমুদয় ইংরাজের প্রাণবধ করিতে পরামর্শ প্রদান করিল। ইংরেজদিগের সংখ্যা অল্প হইলেও বিদ্রোহিগণের সহজে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার সাধ্য হইল না। তিন চারি শত ইংরেজ প্রায় কুড়ি দিনপর্য্যন্ত এই চারি পাঁচ হাজার সিপাহীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীদিগের কামানের গোলা পড়িয়া ইংরেজদিগের গড়ের মধ্যে অনেক রমণী এবং বালক বালিকার মৃত্যু হইতে লাগিল।"

"ইংরেজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরল হুইলার ইংরেজরমণী এবং বালক বালিকা সহ এই স্থান পরিত্যাগকরিবার প্রার্থনায় নানাসাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তান্তিয়া নানাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পরামর্শ দিলেন। তান্তিয়া আজিমউল্লার ন্যায় নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের ধর্ম্মভাব এবং বীরত্ব এখনও ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় কখন কখন তাঁহার অন্তরে সমুদিত হয়। কিন্তু আজিমউল্লা এবং আদ্‌লা সমুদয় ইংরেজের প্রাণ সংহারার্থ নানাসাহেবকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "কি স্ত্রী পুরুষ কি বালক বালিকা সমুদয় ইংরেজ বিনাশ না করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিষয় তান্তিয়ার সঙ্গে আজিমউল্লার মত ভেদ হইল। তখন আমি নানা সাহেবকে স্ত্রীহত্যা এবং শিশুহত্যা দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিলাম যে, পরমেশ্বর এইরূপ গুরু পাপের দণ্ড নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন। আমার অনুরোধে নানা অগত্যা গত কল্য সৈন্যাধ্যক্ষ হুইলারকে, স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ সহ

এই স্থান পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অদ্য প্রাতে তাঁহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু নরপিশাচ আজিমউল্লা গোপনে গোপনে সিপাহীদিগের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া অদ্য ইংরাজদিগকে নৌকা-রোহণের সময় ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আক্রমণ করে। তান্তিয়া তৎক্ষণাৎ একজন লোক দ্বারা এই সংবাদ আমার নিকট প্রেরণ করিবামাত্র আমি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গঙ্গারঘাটে চলিলাম। কিন্তু আমার পৌছিবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীগণ অনেকানেক ইংরেজ রমণী এবং বালক বালিকার প্রাণবধ করিয়াছিল। বক্রী যে কয়েকজন জীবিত ছিল,তাঁহাদিগের প্রাণবধ করিতে আমি বারম্বার নিষেধ করিলে পর, নানা আমার উপদেশানুসারে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া সবেদা কুটীতে রাখিয়াছেন।"

যুবক বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"উঃ .কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি ভয়ানক নৃশংস আচরণ!"

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন—"তান্তিয়ার ইচ্ছা নহে যে, শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন। তান্তিয়া সম্মুখ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইতে নানাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আদ্‌লা এবং আজিমউল্লা নানাকে ঘোর নরকে ডুবাইবে। ইহাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বোধ হয় সংসারে আর নাই। অদ্যকার নারীহত্যা এবং শিশুহত্যা দ্বারা ইহারা সমগ্র ভারত কলঙ্কিত করিয়াছে,এ পাপানলে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল জ্বলিতে হইবে। তোমাদের বঙ্গদেশের নবাব সিরাজউদ্দৌলার পাপেই সমগ্র দেশ পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকূপহত্যাই ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ। এবার নানা সাহেব এবং আজিমউল্লার পাপে দেশ ছারখার হইবে। সেই জন্যই আমি মনে করিয়াছি যে এখানে থাকিয়া নানাকে আজিমউল্লা এবং আদ্‌লার সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিব।"

বৃদ্ধের বাক্যাবসানে যুবক বলিলেন—

—"মহাশয়! আপনি শত চেষ্টা করিয়াও নানাকে, আজিমউল্লা এবং আদ্‌লার সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। নানাসাহেবও বোধ হয় আজিমউল্লার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হইবেন। বরং আপনি তান্তিয়াকে নানাসাহেবের সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তান্তিয়া, নানাসাহেব এবং নানার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন। তান্তিয়ার কি এখন নানাকে পরিত্যাগ করা উচিত?"

"অনুচিত কিসে হইল? এইরূপ বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য লোকের সংস্পর্শ নিশ্চয়ই মানুষকে নিরয়গামী করে।"

"নানা এবং আজিমউল্লার সংস্পর্শ যে, মানুষকে নিরয়গামী করে তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে বিদ্রোহিগণ ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় আচরণ না করিলে এ বিদ্রোহ দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল হইত। ইংরেজেরা এদেশীয় লোকের প্রতি আর অন্যায়াচরণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ বিদ্রোহ উপলক্ষে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তদ্দ্বারা দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই। বিদ্রোহিগণ ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় আচরণ করিয়াছে; সুতরাং দেশের সমগ্র অধিবাসিদিগকে ইংরাজেরা এখন হইতে শৃগাল কুকুর মনে করিয়া ঠিক শৃগাল কুকুরের প্রতি লোকে যদ্রূপ ব্যবহার করে তাহাই করিবেন। এইরূপ অবস্থায় তান্তিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যদি সম্মুখ সংগ্রামে একবারও ইংরেজদিগকে পরাভব করিতে পারেন, তবে ইংরেজেরা বাধ্যহইয়া তৎক্ষণাৎ সন্ধির প্রস্তাব করিবেন। তাহা হইলেই বিদ্রোহানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে; ভবিষ্যতে ইংরেজেরা এদেশীয় লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে সাহস করিবেন না; বৈরনির্যাতনের স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নারীহত্যা এবং শিশুহত্যার জন্য দেশের দোষী নির্দ্দোষী অধিবাসিদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় কাটিতে আরম্ভ করিবেন না; আর নানাকেও তখন তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। সুতরাং সকল দিক রক্ষা হইবার সম্ভব হইবে। কিন্তু এখন তান্তিয়া নানাকে পরিত্যাগ করিলে, ইংরেজসৈন্য এখানে পৌছিবামাত্র নানা এবং আজিমউল্লা উভয়েই পলায়ন করিবে। ইংরেজেরা কানপুরের সমুদয় অধিবাসিদিগকে হত্যা করিবেন। পরে নানাকে ধৃত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহারও প্রাণদণ্ড করিবেন।"

"মহাশয়! তান্তিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পর, নানা যদি সন্ধিকরিতে অসম্মত হয়েন, তবে ত আর বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইবে না। ক্রমেই বিদ্রোহানল দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে।"

"বাছা, সম্মুখসংগ্রামের সময় উপস্থিত হইলেই, নানাকে তান্তিয়ার হুকুম মতে চলিতে হইবে। তখন এই মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নী—আজিমউল্লা এবং আদ্‌লা—এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিবে না। ইংরেজসৈন্য আসিতেছে এই কথা শুনিলেই ইহারা পলায়ন করিবে। নানার পরামর্শদাতাগণ মধ্যে তান্তিয়া ভিন্ন আর কাহারও সম্মুখসংগ্রামে সৈন্যদিগকে পরিচালন করিবার ক্ষমতা নাই।"

"তান্তিয়া সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্তহইয়া যদি পরাজিত হয়েন ?"

"তান্তিয়ার পরাজিত হইবারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্ভব দেখাযায়। কিন্তু তান্তিয়া জয় পরাজয়ের চিন্তা করেন না। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং আপন প্রভুর কার্য্যে তিনি অনায়াসে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারেন। তান্তিয়ার স্বভাব প্রকৃতি তুমি কিছু জান না। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ, উচ্চাভিলাষ, বীরত্ব এবং ত্যাগস্বীকারের ভাব ছিল, সংসারে প্রবেশ করিবার পর, এই ঘৃণিত হিন্দুসমাজের প্রচলিত পাপ এবং স্বার্থপরতা তাঁহার হৃদয়স্থিত গুণরাশি বিনাশ করিলেও কাপুরুষতা কি নীচাশয়তা এখন পর্য্যন্তও তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যু দ্বারা যদি দেশের উপকার হয়, তবে অম্লানবদনে এবং বিশেষ আনন্দসহকারে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন।"

"তান্তিয়া পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যে, দেশের কি উপকার হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তবে ইংরেজদিগকে পরাভব করিতে পারিলে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই সন্ধির প্রস্তাব করিবেন। এবং ভবিষ্যতে আর তাঁহারা এদেশীয় লোকদিগকে মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিবেন না।"

"সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া তান্তিয়া পরাজিত হইলেও দেশের মহোপকার হইবে ?"

"কি উপকার হইবে।"

"বাছা, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ কিম্বা সমগ্র মানবমণ্ডলীর অধিকার রক্ষার্থ একবার সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। পুরুষপরম্পরায় এবং যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সে সংগ্রামানল জ্বলিতে থাকে। শোণিত সিক্ত পিতৃ পিতামহের পরিচ্ছদ পুত্র পৌত্রগণ পরম সমাদরে এবং সগর্ব্বে পরিধানকরেন। রণক্ষেত্রশায়ী পিতৃ পিতামহের তেজঃ পুত্র পৌত্রগণকেও আশ্রয় করে। বর্ত্তমান সিপাহী বিদ্রোহ দৈব ঘটনা প্রযুক্ত সমুপস্থিত হইয়াছে। সিপাহীগণ দেশের কিম্বা মানব মণ্ডলীর স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ বিদ্রোহের মূলকারণ ইংরেজদিগের কুটিল রাজনীতি। বিদ্রোহীগণ মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হইয়া ঘোর পশ্বাচার করিতেছে ; ঠিক শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু এখন এই বিদ্রোহের বর্ত্তমান গতিরোধ করিয়া, এই সিপাহী-

দিগের নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত রাখিয়া,যদি কেহ প্রকৃত বীরের ন্যায়—প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় ইহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করেন, তবে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। তখন জয় পরাজয় উভয়ই মঙ্গলের কারণ হইবে।"

"বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইবামাত্র, যুবক নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এবং কিছুকাল চিন্তাকরিয়া বলিতে লাগিলেন—"

"মহাশয় ! আপনি সংগ্রামের কিম্বা বিপ্লবের এত পক্ষপাতী কেন আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় সংগ্রামপ্রিয়তা এবং বিপ্লবপ্রিয়তা মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় স্বভাব। আমাদের এইদেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হিমাচলহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্রই অজ্ঞানতা এবং উপধর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি আমাদের দেশীয় লোকের কাহারও সঙ্গে যুদ্ধকরিতে হয়, তবে দেশব্যাপী অজ্ঞানতা,কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মেরসঙ্গে যুদ্ধকরিতে হইবে। এযুদ্ধে আমাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং সুসভ্য ইংরেজগবর্ণমেণ্টও এই যুদ্ধে আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিবেন। এইরূপ অবস্থায় কি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এখন যুদ্ধে প্রবৃত্তহওয়া উচিত ?"

"বাছা ! মনে করিবে না যে মহারাষ্ট্রীয়েরা তোমাদিগের বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞান। তোমাদের বঙ্গদেশীয় লোকের যে, প্রখর চিন্তা শক্তি আছে তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। সংগ্রামের কথা শুনিলেই বঙ্গদেশের লোক শিহরিয়া উঠেন। বাছা ! যে সংগ্রামদ্বারা দেশের অজ্ঞানতা এবং রাজপুরুষদিগের স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইবে,আমি কেবল তদ্রূপ সংগ্রামেরই পক্ষপাতী। আমি পঞ্চাশবৎসর ইংরেজগবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়াছি। এখনও ইংরেজগবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পেন্সন পাইতেছি। আমি কি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি ? তোমাদের বঙ্গদেশীয় লোকেরা কেবল 'সমাজ সংস্কার' 'ধর্ম্ম সংস্কার'এই প্রকার দুই তিনটা কথা কণ্ঠস্থ করেন। কিন্তু কার্য্যকলাপের ফলাফল অবধারণকরিবার শক্তি তাঁহাদিগের একেবারেই নাই।"

"মহাশয় ! সংগ্রামদ্বারা যে কিরূপে দেশের অজ্ঞানতা দূরহইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

"বুঝিতে পার না ? তবে আমার কথা কয়েকটা একটু মনোযোগের সহিত শুন। এখনই তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। নেপোলিয়ান বোনা-

পার্টের নাম ত শুনিয়াছ। তিনি এক জন সাধারণ সিপাহী ছিলেন। অতি সামান্য লোকের সন্তান। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরাত্মা বীরত্ব এবং শৌর্য্যবীর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্বদেশের সৈনিকবিভাগে সামান্য সিপাহীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিন দিন আপন অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং কয়েক বৎসর পরেই দেশের রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে এখন নেপোলিয়ানের ন্যায় বীরের জন্ম হইলে তাঁহার কি উচ্চপদ লাভ করিবার সম্ভব আছে? এই যে হীনাবস্থাপন্ন নানাসাহেবের ভৃত্য তান্তিয়াতপির কথা এতক্ষণ বলিলাম, এ লোকটা বীরত্ব এবং শৌর্য্যবীর্য্যে নেপোলিয়ান অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহে। যদি কোন স্বাধীন রাজ্যে তান্তিয়ার জন্ম হইত, তবে নিশ্চয়ই তান্তিয়া অন্ততঃ সেদেশের সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু যে দেশে তান্তিয়ার ন্যায় অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন লোককে অন্ন কষ্টে পড়িয়া বিশ টাকার কেরাণীগিরি কার্য্যের জন্য উমেদারি করিতে হয়, যে দেশে তান্তিয়ার ন্যায় লোককে আজীবন সেই বিশ টাকার কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অহর্নিশ তিরস্কৃত, অপমানিত এবং পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়, সে দেশে জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া শুদ্ধ চীৎকার করিলে কি হইবে? সে দেশের লোকের কখনও জ্ঞানোন্নতি হইবার সম্ভব নাই। এ কি কেবল কেতাব কোরাণ পড়িয়াই লোকে জ্ঞান লাভ করিতে পারে? সংসারে পদোন্নতিই জ্ঞানোন্নতির একমাত্র উপায়। আমাদের এদেশীয় লোকেরা কেতাব কোরাণের দুই পাতা পাঠ করিলেই তাহারা আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করেন। তাহাদিগের মনে ঘোর অভিমানের সঞ্চার হয়। এদেশীয় লোকের অন্য কোন বিষয়ে অভিমানী হইবার পথ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে সমস্ত দিবস ইহারা ইংরেজকর্তৃক তিরস্কৃত এবং অপমানিত হইতেছেন। সুতরাং রাত্রে কেবল স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অসীমবীরত্ব প্রকাশ করেন। আর দুই একটা শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি করিয়া মনের অভিমানকে তৃপ্ত করেন। কাজেকাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশীয় লোকের প্রকৃত জ্ঞান লাভের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।”

“মহাশয়! আপনার ঈদৃশ মত আমি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমি মনে করি তান্তিয়ার বিবাহই তান্তিয়ার অধঃপতনের একমাত্র কারণ। তান্তিয়া বিশ বৎসরের সময় বিবাহ করিলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ক্রমে দুইটী সন্তান হইল। তখন পরিবারের ভরণপোষণের চিন্তা, তাঁহার

উচ্চাভিলাষ একেবারে বিনাশ করিল। তিনি সর্ব্বপ্রকারে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তেজঃশূন্য পুরুষের জীবন অসার হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই তান্তিয়া এখন নিতান্ত অসারজীবন যাপন করিতেছেন।"

"বাছা! তান্তিয়ার অসাময়িক বিবাহ যে তান্তিয়ার হৃদয় তেজঃশূন্য করিয়াছে, বীরত্বশূন্য করিয়াছে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি স্বীকার করি তান্তিয়ার বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই তাঁহাকে মনুষ্যত্ববিহীন করিয়াছে। অকালে তাঁহার বিবাহ না হইলে, অকালে তাঁহার সন্তান লাভ না হইলে, তান্তিয়া কখনও আত্মসমাদর বিসর্জ্জন করিয়া বিশ পঁচিশ টাকার চাকুরির জন্য উমেদারী করিতে আরম্ভ করিতেন না। যাহার মনে কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মসমাদরের ভাব আছে, সে কি আর বিশ পঁচিশ টাকার চাকুরির জন্য উমেদারী করিতে পারে? কিন্তু মনে কর তান্তিয়ার বিবাহ না হইলে, কি তাঁহার উচ্চপদ লাভহইবার সম্ভব ছিল? ইংরেজগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাপ্তেনের পদে কিম্বা কর্ণেলের পদে কখনও নিয়োগ করিতেন না। সুতরাং তান্তিয়ার স্বাভাবিক তেজ এবং বীরত্ব সৎপথে পরিচালিত না হইয়া কুপথগামী হইত। ঈদৃশ উচ্চাভিলাষ হয় ত তাঁহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে ব্রত করিত। তান্তিয়া দেশের মধ্যে একজন প্রধান ডাকাইত হইতেন। আসল কথা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কুটিল রাজনীতিনিবন্ধন এই দেশের অধিবাসিদিগের মানসিক তেজঃ, বীরত্ব, এবং বিবিধ গুণরাশি বিকশিত হইবার পথ পায় না। এইরূপ অবস্থায় দেশপ্রচলিত অকালবিবাহ আমি একেবারে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি না। অকাল বিবাহ তান্তিয়ার মন তেজঃ এবং উচ্চাভিলাষ শূন্য করিয়া অসৎপথাবলম্বন হইতে তাঁহাকে বিরত রাখিয়াছে। তান্তিয়া একটী আফ্রিকার দুর্দ্দান্ত সিংহ ছিলেন। অকালবিবাহ তাঁহাকে পোষা বিড়াল করিয়াছে।"

বৃদ্ধের বাক্যাবসানে যুবক আবার নূতন তর্ক উত্থাপন করিয়া বলিলেন —"মহাশয় ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগে উচ্চপদ লাভকরিবার সম্ভবনাই বলিয়াই কি এদেশের লোকের মানসিক তেজঃ, বীরত্ব, কার্য্যদক্ষতা এবং প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনের আর অন্য উপায় নাই? তান্তিয়ার বীরত্ব, কার্য্যদক্ষতা এবং প্রতিভা অন্যবিধ সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইলে তাঁহার দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজসংস্কারএবং ধর্ম্মসংস্কার ভিন্ন জাতীয় উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। তান্তিয়া সমাজ কিম্বা ধর্ম্ম সংস্কারকের ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিতেন। আসল

কথা তিনি অসময়ে বিবাহ করিয়াই মনুষ্যত্ব হীন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃত বীরের ন্যায় সদনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সংসারে সৎকার্য্যের কি কখনও অভাব হয়?”

“বাছা! ‘সমাজসংস্কার’—‘ধর্ম্মসংস্কার’ এবং ‘সদনুষ্ঠানে আত্মবিসর্জ্জন’ ইত্যাকার কয়েকটা কথা বঙ্গদেশীয় সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের মুখেই শুনিতে পাই। তোমাদের দেশের প্রসূতীগণ সন্তান প্রসবের পর, বোধহয় এই কয়েকটা কথা বাল্যকালেই সন্তানকে কণ্ঠস্থ করাইবার চেষ্টাকরেন। সমাজ সংস্কার কি এক বিধ কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে—না, সমাজসংস্কার—সমাজসংস্কার বলিয়া চীৎকার করিলেই সমাজ সংস্কার হইবে? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের অন্তরস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গুণরাশি বিকশিত হইবার পথ না পাইলে, সমাজসংস্কার কখনও সম্ভবপর নহে। বিবিধ প্রকারের লোক দ্বারা সমাজ গঠিত হইয়াছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ সদ্গুণ বিকশিত হইলেই সমাজের উন্নতি হয়। তান্তিয়া বাল্যকাল হইতেই সাংগ্রামিকস্পৃহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সাংগ্রামিক ব্যবসা ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা লাভের বড় সম্ভব নাই। কিন্তু ইংরেজগবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান আচরণ তান্তিয়া কিম্বা তান্তিয়ার সদৃশ লোকদিগের অন্তরস্থিত বীরত্বের বিকাশের বাধা দিয়া সমাজসংস্কারের পথও অবরোধ করিতেছে। দেশের রাজা কিম্বা শাসন কর্ত্তাদিগের অবলম্বিত রাজনীতির অবস্থানুসারেই দেশীয় লোকের অবস্থা গঠিত হয়। বাঙ্গালীদিগের ন্যায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তান্তিয়ার সমাজ সংস্কার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু এই নিশ্চেষ্ট, অধঃপতিত এবং মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজের একজন লোকও যদি এখন ভীষ্মের ন্যায় বীরত্বপ্রকাশপূর্ব্বক সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করেন, তবে কি তাঁহার সদৃষ্টান্ত দেশীয় সমুদয় লোকের মন সমুন্নত করিবে না? আমি বাঙ্গালিদিগের সুদীর্ঘ বক্তৃতারও বিরোধী নহি। একেবারে নিশ্চেষ্ট জীবন যাপনকরা অপেক্ষা অন্ততঃ মুখে বীরত্ব প্রকাশ করাও ভাল। কিন্তু মানুষের মনে সাংগ্রামিক তেজ উদ্দীপ্ত না হইলে মানুষ কখনও সদনুষ্ঠানে জীবনবিসর্জ্জন করিতে পারেন না। মানবজীবনে ভীরুতা এবং কাপুরুষতাই সকল পাপের মূল কারন।

বৃদ্ধের কথা শ্রবণান্তর যুবক বলিলেন,—“মহাশয় অস্ত্রশিক্ষার অভাবে যে দেশীয় লোক ভীরু হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনি কেন যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছেন, তাহা বুঝিতে

পারি না। তান্তিয়া যদি ইংরেজদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, তবে ত এই লম্পট নানাসাহেব কিম্বা সেই চোরামালের বখ্‌রাদার দিল্লীর বাদসাহ বাহাদুর সা দেশের রাজা হইবেন। ইংরেজেরা শত অত্যাচার করিলেও লম্পট নানা এবং চোরামালের বখ্‌রাদার বাহাদুর সা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

"বাছা! তুমি অত্যন্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। তুমি আমার কথা কিছুই বুঝিতে পার নাই। আমি কি তান্তিয়াকে নানাসাহেব কিম্বা দিল্লীর বাদসাহের উপকারার্থে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছি? নানাসাহেব কিম্বা দিল্লীর বাদসাহের কখনও রাজ্যলাভ হইবার সম্ভব নাই। নৈতিকবল ভিন্ন বাহুবলে কেহ রাজত্ব করিতে পারেন না। ইংরেজদিগের শত শত দোষ থাকিলেও তাঁহারা যে নৈতিকবলে রাজত্ব করিতেছেন, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংরেজদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নীতি অবলম্বন ভিন্ন কেহ এদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে পারিবেন না। তান্তিয়া যে কখনও ইংরেজদিগকে দেশেবহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি।"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র যুবক তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর প্রদান না করিয়া একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন—"তবে আপনি "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছেন কেন? বাঙ্গালীরা 'সমাজ সংস্কার' 'সমাজসংস্কার' বলিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করেন। আর মহারাষ্ট্রীয়েরা 'স্বাধীনতা' স্বাধীনতা' বলিয়া অনর্থক চীৎকার করেন। কিন্তু কি বাঙ্গালী—কি মহারাষ্ট্রীয়—সকলেরই বৃথা চীৎকার—বৃথা বাক্যাড়ম্বর।"

যুবকের ধৈর্য্যাভাব দেখিয়া বৃদ্ধ একটু বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বাছা! আমার সমুদয় কথা বলিবার পূর্ব্বেই বাধা দিলে, সুতরাং আমি অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশকরিয়া বলিতে পারি নাই। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? আমাদের স্বদেশের একজন লোক রাজা হইলেই কি আমরা স্বাধীন হইব? আমাদের দেশের একজন লোক রাজা হইয়া যদি সমুদয় ভারতবাসিদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকরেন তবে কি আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিব? বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনেও প্রজাগণ পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারেন। "ইংরেজেরা বেণ্টিঙ্ক কিম্বা মেটকাফের প্রতিপাদিত উদার রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতশাসন করিলে এই বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনেও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারি। উদারনীতিবিশারদগণ ভারতবাসিদিগকে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার প্রদানার্থ অনুরোধ করেন।

কিন্তু ইংরেজগবর্ণমেণ্ট ঈদৃশ উদার রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতশাসন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা মনে করেন—এদেশের লোকদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিলে, কিম্বা তাহাদিগকে সৈনিকবিভাগে উচ্চপদে নিযুক্তকরিলে ভবিষ্যতে ইংরেজরাজত্ব বিনষ্টহইতেপারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তাঁহারা এদেশীয় লোকদিগকে হীনাবস্থায় রাখিয়াছেন। সুতরাং এই সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আমরা মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। বাছা! তান্তিয়া, নানাসাহেব কিম্বা দিল্লীরবাদসাহের উপকারার্থে যুদ্ধ করিবেন না। দেশের শাসনকার্য্যে এই উদার রাজনীতি প্রবর্ত্তনকরাইবার উদ্দেশ্তেই কেবল তিনি যুদ্ধ করিবেন। এ যুদ্ধে তান্তিয়াতপি পরাজিত হইলেও এ সমরানল কথনও নির্ব্বাপিত হইবে না। পুরুষপরম্পরায় শত শত তান্তিয়া এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এ আগুন প্রজ্জালিত রাখিবে। যেপর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই উদার রাজনীতি অবলম্বন করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন, ততদিন আর এ আগুন নির্ব্বাণ হইবে না।"

যুবক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বলিলেন,—মহাশয়! "আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করি বলিয়া, আপনার ভ্রম খণ্ডন করিতে বিরত থাকা উচিত নহে। তান্তিয়াতপি নানাসাহেবের এক জন চাকর। তান্তিয়ার বিদ্যা বুদ্ধি কতদূর তাহা আপনার আর কিছুই অবিদিত নাই। বৎসর কয়েক পর্য্যন্ত তান্তিয়া আপনার নিকট যৎসামান্য কিছু সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুদ্ধ কেবল সংস্কৃতপুস্তক অধ্যয়ন দ্বারা লোকের যে কতদূর মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা আপনি সহজে বুঝিতে পারেন। তান্তিয়া যদি ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কখনও অগ্রসর হয়েন, তবে তিনি নানাসাহেবের ভৃত্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে যুদ্ধ করিবেন। উদার রাজনীতি এবং কুটিল রাজনীতি কাহাকে বলে তাহা তান্তিয়ার বুঝিবার সাধ্য নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাশ্চাত্য রাজনীতি এবং পাশ্চাত্য ব্যবহার-শাস্ত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃতপুস্তক উদরস্থ করিলেও এই সকল বিষয় কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য হয় না। তান্তিয়ার ন্যায় অশিক্ষিত লোক দেশের শাসনপ্রণালী মধ্যে উদার রাজনীতি প্রবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্তে যুদ্ধ করিবেন—এই কথা অন্য কেহ আমার নিকট বলিলে আমি তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতাম। আপনাকে আমি পিতার ন্যায় ভক্তি করি। সুতরাং আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও ভয় হয়। আপনার চরণে ধরিয়া বলিতেছি, আমার সঙ্গে ঝান্সী

চলুন, আমার কথা অনুসারে কার্য্যকরুন ; আর তান্তিয়াকে নানাসাহেবের সংসর্গ পরিত্যাগকরিতে অনুরোধ করুন। ইংরেজেরা নানা এবং আজিম উল্লার প্রাণদণ্ড করিলে তাহাতে দেশের কিছুই ক্ষতি হইবে না। নানা এবং আজিমউল্লার নিষ্ঠুরাচরণে সমুদয় দেশ কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসনপ্রণালীতে শত শত দোষ থাকিলেও তাঁহারা যে নৈতিকবলে এদেশে রাজত্ব করেন, তাহা আপনিও স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ইংরেজদিগকে কেহ পরাভবকরিতে পারিবে না। কিন্তু বর্ত্তমানবিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণার্থ এখন ইংরেজ-দিগকে ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনিতে হইবে ; এবং বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে পর, নিশ্চয়ই ইংরেজসৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশীয় সমুদয় সিপাহীকে বরখাস্ত না করিলেও দেশীয় সিপাহীর সংখ্যা তাহারা নিশ্চয়ই হ্রাস করিবেন ;—তখন ইংরেজসৈন্যের ব্যয় ভার বহনার্থ দেশের সমুদয় রাজস্ব শোষিত হইবে,—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দেশের প্রজাবর্গের উপর হয় ত নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্যকরিতে হইবে ;—এই সকল কারণে দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবে। আপনি কখনও তান্তিয়াকে ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিবেন না ; ইহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই।

যুবকের বাক্যাবসানে বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন "বাছা! তান্তিয়ার বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলেও, তিনি বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজের অপরিজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় উদ্দেশ্য সাধন করি-বেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দৈবঘটনাপ্রযুক্ত এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে দেশের মধ্যে যে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে তদ্দ্বারা কখনও অমঙ্গল হইবার সম্ভব নাই। এই বিদ্রো-হের ভবিষ্যফলাফল সম্বন্ধে তুমি এইরূপ অমূলক আশঙ্কা করিতেছ কেন? ইংরেজেরা অতি বুদ্ধিমান লোক। তাঁহাদের মধ্যে অনেকানেক দূরদর্শী নীতিবিশারদ আছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীর ন্যায় কেবল বাক্যবিশারদ নহেন। ইংরেজেরা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিবেন যে, ধর্ম্মবিনাশের আশঙ্কা ইহার মূলকারণ নহে ; তাঁহাদিগের অব-লম্বিত প্রাগুক্ত কুটিল রাজনীতি হইতেই এই বিদ্রোহ সমুদ্ভুত হইয়াছে। সুতরাং তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা রাজ্যরক্ষার্থ বেণ্টিঙ্ক এবং মেটকাফ-প্রতিপাদিত উদাররাজনীতি অবলম্বন করিবেন, দেশব্যাপী অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার

চেষ্টাকরিবেন,ইংরেজ এবং এদেশীয় লোকদিগকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিবেন ; এবং দেশীয় লোকদিগকে ভবিষ্যতে সর্ব্ব প্রকার উচ্চপদে নিয়োগ করিবেন। কেবল সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিকরিয়া এদেশে রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিবার উপায় নাই ; ইংরেজেরা দশলক্ষ ইংরেজসৈন্য এদেশে আনিলেও ভারতের বিশকোটী লোকের উপর প্রভুত্ব রক্ষাকরিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং এ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণহইলে পর, তাহারা শুদ্ধ কেবল নৈতিকবলেই রাজ্যরক্ষার চেষ্টাকরিবেন। আবার তান্তিয়াতপি যদি প্রকৃত যোদ্ধারন্যায় সমরক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন, তবে ইংরেজেরা তখন বুঝিতে পারিবেন যে, তান্তিয়ারসদৃশ লোকদিগকে সৈনিকবিভাগে উচ্চ পদ প্রদান না করিলে তাঁহারা কখনও নির্ব্বিঘ্নে এদেশে রাজত্বকরিতে পারিবেন না। সমরক্ষেত্রে তান্তিয়ার প্রাণবিয়োগ হইলে তাঁহার নিজের কিম্বা তাঁহার দেশীয় লোকের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। পরমেশ্বর তান্তিয়াকে বীরগৌরব নেপোলিয়ানের ন্যায় অসাধারণ বীরত্ব প্রদানকরিয়াছেন। কিন্তু এই নরক তুল্য দেশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন তান্তিয়ার হৃদয়স্থিত সে বীরত্ব, তেজ এবং উচ্চাভিলাষের বীজ বিকশিত হইবার সম্ভব নাই। সুতরাং তান্তিয়ার মৃত্যু ইতিপূর্ব্বেই হইয়া রহিয়াছে। এখন তান্তিয়া শরীর ধারণকরিয়া শুদ্ধ কেবল মৃত্যুর পর নরকযন্ত্রণা ভোগকরিতেছে। ত্রিভুবনবিজয়ী মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যদ্রূপ তিনশত্রু একত্রহইয়া বিনাশকরিয়াছিল, তান্তিয়ারও আমি এ সংসারে শত্রু, তিনটী শত্রু দেখিতে পাই। ঘৃণিত হিন্দুসমাজ প্রচলিতদেশাচার—তাঁহার প্রথম শত্রু,তাঁহার জননী—তাঁহার দ্বিতীয় শত্রু, এবং ইংরেজগবর্ণমেণ্ট—তাঁহার তৃতীয় শত্রু। দেশাচার অনুসারে এবং জননীর অনুরোধে তান্তিয়াকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। আর তাঁহার তৃতীয় শত্রু—ইংরেজগবর্ণমেণ্টর কুটিল রাজনীতিনিবন্ধনই তান্তিয়াকে সৈনিকবিভাগে উচ্চপদহইতে বঞ্চিতহইতে হইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই তান্তিয়া এদেশের মধ্যে একজন প্রধান সৈনিকপুরুষ হইতেন।

"বাছা ! এ সংসারে যে সকল লোক পরমেশ্বর হইতে উচ্চশক্তি লাভ করিয়াও দেশপ্রচলিত কিম্বা সমাজপ্রচলিত প্রতিকূল অবস্থানিবন্ধন আজীবন বিবিধ কষ্ট ভোগকরেন, যাঁহাদের অন্তরস্থিত ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি বিকশিত হইবার পথ অবরুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের জীবন থাকিতেও তাঁহারা মৃত। তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়া কেবল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং তান্তিয়া সম্মুখসংগ্রামে অবসর হইলে অন্ততঃ এ নরকযন্ত্রণা হইতে

ত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন। সংসারে সকলকেই মরিতে হইবে। কিন্তু স্বদেশেরহিতার্থ এবং স্বজাতীয়দিগের মঙ্গলেরজন্য সংগ্রামক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জনকরা অপেক্ষা মানুষের অদৃষ্টে আর কি দুর্লভ এবং বাঞ্ছনীয় মৃত্যু ঘটিতে পারে? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,অস্ত্রবিদ্যায় আমার পারদর্শিতা নাই,নহিলে বিশেষ আনন্দসহকারে আমিও তান্তিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণকরিতাম; দেশহিতে এই জীর্ণ শরীর সমর্পণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিতাম। শুদ্ধ কেবল ঘৃণিত ভীরু এবং কাপুরুষেরাই বিবিধ রোগে শরীরকে পচাইয়া এই সংসার পরিত্যাগ করে। কিন্তু পুণ্যাত্মাগণ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জনকরিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন।"

যুবক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক রহিলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে তিনি বলিলেন—"আপনি যাহা কিছু বলিলেন সকলই সত্য। কিন্তু নানা এবং আজিমউল্লার সঙ্গে নিঃসংশ্রব হইয়া তান্তিয়া যুদ্ধকরিলে ভাল হয় না? ইহারা যে ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে।"

"নানা এবং আজিমউল্লার সঙ্গে নিঃসংশ্রব হইলে এই সিপাহীগণ তান্তিয়ার অধীনে থাকিবে কেন?"

"কিন্তু নানা এবং আজিমউল্লার সঙ্গে সংশ্রব রাখিলে তান্তিয়াকে নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হইবে।"

"সম্মুখসংগ্রামের সময় উপস্থিত হইলে সমুদয় কার্য্যই তান্তিয়ার আদেশানুসারে সম্পন্ন হইবে। তখন নানা এবং আজিমউল্লা কিছুই করিতে পারিবে না। নানা এবং আজিমউল্লা তাহাদিগের নিজের ফাঁসির কাট নিজেই প্রস্তুত করিয়াছে। ইহারা দুইজনে সকল দিক্ নষ্ট করিয়াছে। কানপুরে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইবামাত্র যদি নানা সমুদয় ইংরেজকে স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা সহ কানপুর হইতে চলিয়া যাইতে দিতেন, তবে ইংরেজেরা হয় ত এখনি সন্ধির প্রস্তাব করিতেন। নানা তাঁহার পিতার বৃত্তি অনায়াসে লাভকরিতে পারিতেন। তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হইত। অন্ততঃ যদি আজ প্রাতে এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা হইতে ক্ষান্ত থাকিতেন, নৌকারোহণের সময় অসহায় অবস্থায় ইংরেজদিগকে হত্যাকরিতে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলেও নানার বিশেষ উপকার হইত। আর ছয়মাসের মধ্যেও ইংরেজগণ কানপুরে সৈন্য পাঠাইতেন না। এই ছয়মাস মধ্যে নানা নিজের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু এখন কি আর এই শৃগাল কুকুরের সঙ্গে

ইংরেজেরা সন্ধি করিতে স্বীকার করিবেন? ইহারা যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কখনও ইংরেজেরা ইহাদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিবেন না। মানুষের সঙ্গেই মানুষ সন্ধিস্থাপন করে। কিন্তু শৃগাল কুকুরের সঙ্গে কি মানুষ কখনও সন্ধি করিতে পারে? বিদ্রোহীদিগের অত্যকার নিষ্ঠুরাচরণদ্বারা ইহাদিগের নিজেরই ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। এখন অবিলম্বেই ইংরেজসৈন্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। তখন নানাসাহেব এবং আজিমউল্লাকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেহইবে। ইহাদিগের কুকার্য্যের জন্য ইংরেজেরা কানপুর জনশূন্য করিবেন; দোষী নির্দ্দোষী সমুদয় লোককে শৃগাল কুকুরের ন্যায় হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রতিহিংসা ইংরেজদিগের জাতীয়ধর্ম্ম। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বজাতীয় নরনারীদিগের হত্যার জন্য দেশের কিস্ত্রীলোক কিপুরুষ সকলেরই প্রাণবিনাশ করিবে।”

বৃদ্ধের উপরোক্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন—“আহারের সময় হইয়াছে। ইহারা তখন উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া আহার করিবার জন্য প্রকোষ্ঠান্তরে চলিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী।

পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ের উল্লিখিত কথোপকথন পাঠকরিয়া পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই এই বৃদ্ধ এবং যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন। এই বৃদ্ধের নাম নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী। ইনি ঝান্সীর অন্যতম রাণী গঙ্গাবাইর পিতা। আর এই যুবকই ঝান্সীর রাণীদ্বয় লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাইর পরস্পরের কথাবার্ত্তার মধ্যে ‘যোগিরাজ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যুবক ভারতের প্রায় সমুদয় প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। কোনপ্রদেশে তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত। কোন কোনদেশের লোকেরা ইহাকে যোগিরাজ বলিয়া অভিহিতকরেন। ইহার পরিচ্ছদ এবং ভাব ভঙ্গী দেখিলে ইহাকে মান্দ্রাজী লোক বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী এবং গঙ্গাবাই ভিন্ন ইহার প্রকৃত জন্মভূমি এ সংসারে বোধ হয় কেহই জানেন না। ইনি কখনও কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন না। ইনি কি জাতি—শূদ্র—কি ব্রাহ্মণ—তাহাও কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।

নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শরীর এখনও বিলক্ষণসবল আছে। তাঁহারপূর্ব্বের ন্যায় আহার করিবার শক্তি না থাকিলেও, এখনও একএক বেলা আহারকরিবার সময় ডাল, তরকারি, রুটী এবং দুগ্ধ সর্ব্বসমেত চারিপাঁচসের আহার্য্যদ্রব্য উদরস্থ না হইলে আর বৃদ্ধের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। তিনি লোকারণ্যের কোলাহল পরিশূন্য নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভালবাসেন বলিয়াই, বাজিরাওর স্ত্রী এবং তান্তিয়া এই শিবের মন্দিরে ইহার আবাসস্থান নিরূপণকরিয়া দিয়াছেন। ইহার পরিচর্য্যার্থ একজন পাচক এবং দুইজন ভৃত্য নিয়োজিত রহিয়াছে।

১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় ইনি প্রথমে বম্বেগবর্ণমেণ্টের অধীনে অতি ক্ষুদ্রবেতনে এক কার্য্যে নিযুক্তহয়েন। বাল্যকাল হইতেই ইহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ন্যায়ানুরাগ, সত্যনি[illegible]তা, অকপটতা, উদারতা এবং দয়া পরিলক্ষিত হইতেলাগিল। এসময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কি দেশীয় কি ইংরেজ সমুদয় কর্ম্মচারীই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং বিবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসঞ্চয় করিতেন। কিন্তু নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী অর্থোপার্জ্জনার্থ এ জীবনে কখনও সত্যের পথ পরিত্যাগ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর, প্রায় দশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অতি যৎসামান্য বেতনে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিতে হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় সমুদয় ইংরেজকর্ম্মচারীই অত্যন্ত উৎকোচগ্রাহী এবং যারপরনাই অসচ্চরিত্র ছিলেন। সুতরাং এদেশের নিতান্ত অসচ্চরিত্র লোকেরাই তাঁহাদিগের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইতেন; অসচ্চরিত্র লোকেরাই উচ্চ উচ্চপদ লাভ করিতেন। নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর ন্যায় সচ্চরিত্র লোকের সেই সকল ইংরেজের প্রসন্নতা লাভকরিবার সাধ্য ছিল না। বস্তুতঃ ইংরেজগবর্ণমেণ্টের এই কলঙ্ক এখনপর্য্যন্তও বিদূরিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজকর্ম্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ না করিলেও তাঁহারা অত্যন্ত তোষামোদ প্রিয়। সুতরাং এখনও এইদেশের নিতান্ত অসচ্চরিত্র এবং কপটাচারি লোকেরাই সহজে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের প্রিয়পাত্র হইতেছেন। পক্ষান্তরে সচ্চরিত্র, সাধু লোক সর্ব্বদাই তাঁহাদিগেরকর্তৃক নিপীড়িত হয়েন।

কিন্তু ইংরেজগবর্ণমেণ্টই হউক, আর মুসলমানগবর্ণমেণ্টই হউক, এ সংসারে সাধুতা, ন্যায়পরতা এবং সচ্চরিত্রতা চিরকালই পুরস্কৃত হইয়া থাকে। সাধু মহাত্মাদিগকে অনেক সময় এ পাপ পরিপূর্ণ সংসারে কষ্টভোগ করিতে হই-

লেও চরমে পরমেশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে তাঁহারা এক প্রকারে না এক প্রকারে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হয়েন।

দশ বৎসরের মধ্যে নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর আর বেতন বৃদ্ধি হইল না; তিনি কোম্পানীর সরকারে উচ্চপদ লাভকরিতে পারিলেন না; দশটাকা বেতনে কার্য্য করিতেলাগিলেন। ১৮০২ কি ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় তিনি কর্ণেল আর্থারওয়েলেস্‌লির অধীনস্থ সৈন্যগণের ষ্টোরকিপারের আফিসে পনের টাকা বেতনে একটী ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত হইলেন। এই আফিসের কর্ম্মচারীদিগকে সৈন্যদিগের আহার্য্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং জিনিস পত্র ক্রয় উপলক্ষে এই আফিসের প্রায় সমুদয় কর্ম্মচারীই গবর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করেন। কিন্তু সচ্চরিত্র নারায়ণ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী অবৈধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক কখনও অর্থোপার্জ্জন করিতেন না। সুতরাং তিনি এ আফিসের সমুদয় কর্ম্মচারীর চক্ষের শূল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সময় সময় প্রধান ইংরেজকার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিবিধ অভি-যোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল গোলযোগ উপলক্ষে ঘটনাক্রমে নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেলআর্থারওয়েলেস্‌লির নিকট পরি-চিত হইলেন।

এ সংসারে চোর,মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চকগণ কখনও সাধুকে চিনিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষদিগের নিকট সাধু এবং সচ্চরিত্র লোক অতি সামান্য অবস্থাপন্ন হইলেও কখনও অনাদৃত হয়েন না। পাঠকগণ মধ্যে বোধ হয় অনেকেই কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ইনি এই অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার দ্বাদশবৎসর পরে সমগ্র পৃথিবীর বীরগৌরব,—অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন, মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভব করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন। এবং উত্তরকালে ডিউক্ অব্ ওয়ে-লিংটন্ উপাধি প্রাপ্তান্তর সমগ্র ইউরোপে পরিচিত হইলেন। নারায়ণ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী সৌভাগ্যক্রমে, এই মহাত্মার দৃষ্টিপথে পড়িলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কি ইংরেজকর্ম্মচারী কি এদেশীয়কর্ম্মচারী সকলেই নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিতেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই চোর ছিলেন। সুতরাং চোরের নিকট তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র লোকের সমাদৃত হইবার সম্ভব ছিল না। কিন্তু কর্ণেলআর্থারওয়েলেস্‌লি, ত্র্যম্বক শাস্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সঞ্চার আরম্ভ হইল।